भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या 182 BC
Class No.
पुस्तक संख्या 84·11
Book No.

रा० पु०/N.L-38.

GMGIP (Pub. Unit), Sant.—S20—8CRL/85—16-12-85—75,000.

শ্রীশ্রীঈশ্বর।

জয়তি।

853
413
LIBRARY.
NATIONAL LIBRARY No. Imp 4305 DATE 21.10.[illegible] CALCUTTA
XVI t 38

সাহনামা॥

প্রথম কয়ুমোর্চ্ছ বাদসাহের বিবরণ।

RARE BOOK

কয়মোর্চ্ছ নামক পৃথিবীর প্রথম বাদসাহ হইলেন, আপনার পরিবার বন্ধু, বান্ধব, দল, বল, সৈন্য, সামন্ত লইয়া পর্ব্বতোপরি বাস করিতেন। পশু, পক্ষ, ফল, মূল আহার ও পশু চর্ম্ম ও বৃক্ষের বল্ক পরিধান করিতেন। অন্ন, রুটি, ও বস্ত্র তৎকালে প্রকাশ হয় নাই, ঐ বাদসাহ প্রথমতঃ তাজ অর্থাৎ রাজ মুকুট প্রকাশ করেন। ছিয়ামক নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল, ঐ কয়ুমোর্চ্ছ বাদসাহের এক দৈত্য প্রবল শত্রু ছিল, তাহার পুত্র কহিল আমি কয়ুমোর্চ্ছের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব, এই কথা শুনিয়া তাহার পিতা যুদ্ধের আয়োজন করিয়া বলবান্ সেনা সঙ্গে দিয়া যুদ্ধে পাঠাইল, কয়ুমোর্চ্ছের পুত্র ছিয়ামক এই সংবাদ শুনিবা মাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ঐ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, কিন্তু যখন যুদ্ধস্থলে দৈত্য পুত্রের সহিত রাজপুত্র যুদ্ধে

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section

প্রবৃত্ত হইলেন, দৈত্যপুত্র অতি বলবান্ রাজপুত্রকে অনায়াসে বধ করিল, তাহা দেখিয়া রাজপুত্রের সৈন্য সামন্ত প্রস্থান করিয়া কয়ুমোর্চ্ছ বাদসাহের নিকটে আসিয়া রাজপুত্রের মৃত্যু ও যুদ্ধে পরাজয় হওয়ার সংবাদ দিলে কয়ুমোর্চ্ছ বাদসাহ শোক সাগরে মগ্ন হইয়া রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক বৎসর কেবল ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন, এক বৎসরের পর ঐ বাদসাহকে দৈববাণী হইল হে রাজা! তুমি ধৈর্য্য হও আর পুনরায় সৈন্য লইয়া দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা কর তাহাতে জয়যুক্ত হইবা। বাদসাহ এই দৈববাণী শুনিয়া ছিয়ামকের এক পুত্র হৌসঙ্গ নামক ছিল তাহাকে সেনাপতি করিয়া আপন সেনাগণকে যুদ্ধ সজ্জা করিতে আজ্ঞা করিলেন, যখন কয়ুমোর্চ্ছ বাদশাহ যুদ্ধে যাত্রা করিলেন তখন পরী, সিংহ, ব্যাঘ্র আদি ঐ বাদসাহের সমভিব্যাহারে যুদ্ধে চলিল রণস্থলে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে কয়ুমোর্চ্ছ বাদসাহ দৈত্যের পুত্রকে নষ্ট করিলেন, এবং পরী ও সিংহ এবং ব্যাঘ্র দৈত্য সেনার উপর পড়িয়া সকলকে নখাঘাত ও দন্তাঘাতে খণ্ড২ করিলে দৈত্যেরা পরাভব হইয়া পলায়ন করিল। পরে কয়ুমোর্চ্ছ বাদসাহ ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য করিয়া তাঁহার পৌত্র হৌসঙ্গকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আপনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

হৌসাঙ্গবাদসাহের বিবরণ।

হৌসঙ্গ বাদসাহ হইলে তাহার কিয়দ্দিবস পরে মৃগয়া করিতে গিয়া দেখিলেন যে এক পর্ব্বতোপরি অন্য এক প্রস্তর পতিত হইয়া উভয় প্রস্তরের ঘর্ষণদ্বারা অগ্নিনির্গত হইল হৌসঙ্গ তাহা দেখিয়া কতকগুলীন প্রস্তর আনাইয়া লৌহাদির দ্বারা ভগ্ন করিলেন তাহাতেও অগ্নি নির্গত হইল ইহাতে অত্যন্ত আহ্লা-

দিত হইয়া সেই অগ্নিকে ঈশ্বরের তেজ জ্ঞান করিয়া পূজা করিলেন, তদবধি পারসীয় জাতিরা অগ্নিপূজক হইলেন। তৎপরে ঐ বাদসাহ লৌহ দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন ও করাত দ্বারা কাষ্ঠ চিরিয়া তক্তা করা ও সমুরু পশুর চর্ম্মের পোষাক ও ভূমি খনন করিয়া ক্ষেত্রাদির জন্য নদী হইতে জল আনয়ন করিলেন, তৎকালে ফল ও মাংসভিন্ন অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য প্রকাশ ছিল না, গোধূম ও যব হইতে আটা ও ময়দা এবং তাহার দ্বারা রুটি ঐ বাদসাহ প্রকাশ করেন, এবং প্রজাদিগের ন্যায় অন্যায় ও বিবাদ ভঞ্জনার্থে বিচার তিনি আরম্ভ করিলেন, হৌসঙ্গ বাদসাহ চল্লিশ বৎসর বাদসাহি করিয়া তাঁহার পুত্র তহমুরছকে [illegible]ভিষিক্ত করিয়া আপনি স্বর্গে যাত্রা করিলেন।

তহমুরছ বাদসাহের বিবরণ।

তহমুরছ বাদসাহ সিংহাসনোপবেশন করিয়া মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিলেন যে যাহাতে মনুষ্যদিগের স্বচ্ছন্দতা ও সৌভাগ্যতা হয় এমত উপায় করহ, আর রেসমের ও পশমের বস্ত্রাদি ঐ বাদসাহের সময়ে প্রকাশ হয়। কুক্কুর ও বাজ এবং বহরি প্রভৃতি পশু পক্ষকে পালন করিয়া শিকার করিতে শিক্ষা করাইলেন, তহমুরছ বাদসাহের মন্ত্রির মধ্যে এক জন অত্যুত্তম বিজ্ঞ এবং তন্ত্র মন্ত্রে পণ্ডিত ছিল, এক দিবস ঐ মন্ত্রি এক দৈত্যকে মন্ত্রের দ্বারা বদ্ধ করিয়া বাদসাহের নিকটে আনিল, এই সমাচার দৈত্যের বাদসাহ প্রাপ্তাস্তর ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলীন দৈত্য সেনা সঙ্গে লইয়া তহমরছ বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, তহমুরছ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আপন সেনা লইয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলেন। গৌ নামক দৈত্যের সেনাপতি

ছিল তহমুরছ গদা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন, তাহা দেখিয়া আরং দৈত্য সকল যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে তহমুরছ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহারদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কতকগুলীন দৈত্যকে ধৃত করিয়া আনিলেন, আপন বাটীতে আসিয়া তাহারদিগের শিরচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। দৈত্যেরা শুনিয়া বাদসাহকে কহিল হে বাদসাহ! যদি আমারদিগের প্রাণ দান দেও তবে আমরা তোমাকে এক উত্তম বিদ্যা প্রদান করি, এই কথা শুনিয়া বাদসাহ তাহারদিগের প্রাণ দান দিলেন তাহারা বাদসাহকে পারস্য বিদ্যা শিক্ষা করাইল, তহমুরছ বাদসাহ ত্রিংশৎ বৎসর বাদসাহি করিয়া পরে তাঁহার পুত্র জমসেদকে বাদসাহি দিয়া আপনি নিত্যধামে যাত্রা করিলেন।

জমসেদ বাদসাহর বিবরণ।

জমসেদ বাদসাহ অতি বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন লৌহ কবচ অর্থাৎ লৌহ নির্ম্মিত সাঁজওয়া, তলওয়ার, তীর, বরছি ইত্যাদি অনেক প্রকার অস্ত্র যুদ্ধের কারণ প্রকাশ করিলেন। জরির কাপড় ও রেসমের চাসের সৃষ্টি তাঁহা হইতেই প্রকাশ হয়, এবং বন ও পর্ব্বতাদি সকল ছেদন করিয়া গ্রাম নগর উদ্যান ও ক্ষেত্রাদি অনেক করিলেন, আর সাধারণ রূপে আজ্ঞা করিলেন যে কেহ কাহার নিকটে যাচ্ঞা ও ভিক্ষা না করিয়া কৃষিকর্ম্ম কিম্বা অন্যং কর্ম্মের দ্বারা আপনং সংসার প্রতিপালন করহ, পরন্তু দৈত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে মৃত্তিকার দ্বারা ইষ্টক ও প্রস্তরের দ্বারা চূণ প্রস্তুত করিয়া ঐ ইষ্টক ও চূণ হইতে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিলেন। তাহারপর নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন, তৎপরে আপনার বসিবার নিমিত্ত এক খান রত্নময় তক্ত

নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বসিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এবং কখনং ঐ তক্তোপরি আরূঢ় হইয়া দৈত্যদিগের স্কন্ধে দিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিতেন। বৎসরের প্রথম দিবসের নাম নৌরোজ রাখিলেন, সেই দিবস পরী, দৈত্য, মনুষ্য সকলকে আপন বাটীতে আহার করাইতেন, এবং নৃত্য গীত বাদ্য দ্বারা সকলকে পরিতোষ করিয়া বিদায় করিতেন, ঐ বাদসাহ দ্রাক্ষ হইতে মদিরকার সৃষ্টি করিলেন, জমসেদ বাদসাহের ন্যায় গুণবান্ ও দাতা, ও অনেক বস্তুর প্রকাশক আর কেহ হয় নাই ঐ বাদসাহ সাতশত বৎসর নিষ্কণ্টকে বাদসাহি করিলেন, তাহার পর জমসেদ বাদসাহের দুর্বুদ্ধি ও অহঙ্কার জন্মিলে এক দিবস সভায় বসিয়া পণ্ডিত ও সভ্য গণকে কহিলেন যে আমার তুল্য দাতা ও জ্ঞানি এবং পণ্ডিত ও বলবান্ আর কেহ পৃথিবীতে আছে কি না? সকলেই কহিল মহারাজার তুল্য সর্ব্বাংশে কেহ নাই, জমসেদের মুখ হইতে এই অহঙ্কারের বাক্য নির্গত হইলে দর্পহারির ক্রোধ হইল, ক্রমে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, যখন জমসেদের মুখ হইতে সভার মধ্যে এই অহঙ্কারের বাক্য প্রকাশ হইল তাহার পর জমসেদের মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিল ইহাতে জমসেদ মনে জানিল যে পরমেশ্বর নির্দ্দয় হইলেন। কিঞ্চিৎ দিনান্তে মরতাছতাজির পুত্র জোহাকতাজি জমসেদকে জয় করিয়া বাদসাহ হইল।

জোহাকের বিবরণ।

তাজ দেশে এক জন মরতাছ নামক এক ক্ষুদ্র বাদসাহ ছিল তাহার এক সহস্র দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ ও মেষ কতকগুলীন ছিল তাহার দুগ্ধ অতিথ অভ্যাগত ও প্রতিবাসি ও সাধারণ যাহার দুগ্ধের প্রয়োজন হইত তাহারদিগেরে দিত, তাহার যৎ

কিঞ্চিৎ গ্রামাদি যাহা ছিল তাহারি উপস্বত্ব হইতে তাহার স্বচ্ছন্দরূপে দিনপাত হইত, তাহার বাটীর নিকট এক উদ্যানে খানি কুঠির ছিল প্রতি দিবস রাত্রাবসান সময়ে তৎ স্থানে গিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিত অতি ধার্ম্মিক ছিল, তাহার পুত্র জোহাক ক্রমে দশ সহস্র সেনা একত্র করিল, পরে এক দিবস ইবলিছ অর্থাৎ ঈশ্বরের এক অতি প্রিয়দূত তাঁহার আজ্ঞা হেলন করিয়া শাপগ্রস্ত হইয়া সয়তান হয়। সেই এক সভ্য লোকের বেশ ধারণ করিয়া জোহাকের নিকটে আইল তাহার নানা প্রকার কথায় জোহাক তুষ্ট হইল, কিন্তু তাহার দুশ্চরিত্র কিছুই জানিতে পারিল না। জোহাক এক দিবস ইবলিছকে কহিল যে আমাকে আপনি কোন উপদেশ দেন যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তখন ইবলিছ কহিল তুমি প্রথমে আমার নিকট ধর্ম্মতঃ সত্যকর যে আমি তোমাকে যে উপদেশ করিব তাহা করিবা, এবং সে কথা কাহাকেও কহিবা না, কোন রূপে প্রকাশ করিবা না। জোহাক সেই মত সত্য করিলে তখন ইবলিছ কহিল যে তোমার পিতা বৃদ্ধ ও অসামর্থ্য হইয়াছে, তুমি যুবা ও বলবান তোমার পিতাকে নষ্ট করিয়া তুমি বাদসাহ হও। জোহাক এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া তাহাকে কহিল, পিতাকে বধ করিয়া রাজ্য লওয়া এ অতি দুষ্কর্ম্ম ইহা কি প্রকারে করি তুমি কহ দেখি পিতাকে নষ্ট করিয়া রাজ্য লওয়া কোন ধর্ম্ম? ইহা শুনিয়া ইবলিছ কহিল যে তুমি আমার সহিত ধর্ম্মতো সত্য করিয়া আমার উপদেশ মত কর্ম্ম যদি না কর তবে ইহকালে ও পরকালে মন্দ হইবেক, অর্থাৎ আমার আজ্ঞা মত কর্ম্ম না করিলে এইক্ষণে মরিবা, আর ধর্ম্মচ্যুত হইলে পরকালে নরক গমন হইবে। তখন জোহাক কহিল কি প্রকারে পিতাকে নষ্ট করিবা ইবলিছ কহিল সে উপায় আমি কহি শুন

তোমার পিতার ভজনার যে স্থান আছে তাহার পথমধ্যে এক কূপ খনন করিয়া তাহার উপর তৃণ আচ্ছাদন করিয়া রাখহ সে নিয়ম মত ভজনা করিতে গেলে ঐ কূপে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে, জোহাক ঐ মত করিল, পরে রাত্রিযোগে বৃদ্ধ বাদসাহ আপন নিয়মমত ভজনা করিতে যাইতে ঐ কূপ মধ্যে পতিত হইয়া হস্ত পদ ভগ্নানন্তর অতি কাতর হইয়া পঞ্চত্ব হইল। তৎপরে জোহাক বাদসাহ হইলে ইবলিছ কহিল তুমি আমার উপদেশে আপন পিতাকে নষ্ট করিয়াছ, অতএব অতি ত্বরায় আমি তোমাকে পৃথিবীর বাদসাহ করিব। ইবলিছ জোহাকের নিকটে অতিশয় মান্য ও প্রতিপন্ন হইল, তৎকালে মনুষ্যের আহার রুটি ও ফলমূল ছিল ইবলিছ বাদসাহকে নানা প্রকার মাংসের কাবাব, কোরমা, পলাও প্রত্যহ নূতন প্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইতে লাগিল ও নানা প্রকার পক্ষ ও ডিম্ব পাক করিয়া খাওয়াইত তাহাতে বাদসাহ অত্যন্ত বাধ্যত হইয়া কহিলেন যে তোমার যাহা প্রার্থনা থাকে তাহা যাচিঞা কর তোমার মানস আমি পূর্ণ করিব, ইহা শুনিয়া সয়তান কহিল হে বাদসাহ! আমি তোমার দুই স্কন্ধে চুম্বন করিব, বাদসাহ কহিলেন ইহাতে তোমার কি লভ্য হইবে বুঝি আর২ সকলের নিকটে তোমার সম্ভ্রম হইবে, ইহা কহিয়া বাদসাহ আপনার জামা খুলিয়া তাহাকে স্কন্ধে চুম্বন করিতে কহিলেন, সয়তান বাদসাহের স্কন্ধে চুম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল, এবং বাদসাহের স্কন্ধ হইতে কৃষ্ণবর্ণ দুই সর্প মুখ উচ্চ করিয়া বাহির হইলে সভাস্থ সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, হকীম ও জ্ঞানি এবং অন্যং ব্যক্তি সমূহ একত্র হইয়া বাদসাহের স্কন্ধ হইতে ঐ সর্পকে দূর করিবার নিমিত্ত অনেক মন্ত্র ও ঔষধী করিল কিন্তু কিছুতেই দূর করিতে পারিল না।

পরে ইবলিছ বৈদ্যরূপ ধারণ করিয়া বাদসাহের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল যে তোমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, কিন্তু এই দুই সর্প তোমার স্কন্ধ হইতে কখন যাইবেক না, জোহাক ইহা শুনিয়া ঐ বৈদ্যকে বিস্তর স্তব স্তুতি করিল তাহাতে তুষ্ট হইয়া কহিল ইহার এক উপায় আছে সেই রূপ যত দিন করিবা তত দিন তোমাকে আঘাত করিবে না, বাদসাহ কহিলেন সে কি প্রকার তাহা বল? সয়তান কহিল দুই সর্পকে দুই মনুষ্যের মস্তকের মর্জা প্রত্যহ খাওয়াইলে তোমাকে কিছু ক্লেশ দিবেক না আর মনুষ্যের মর্জা খাইতে২ মরিবেক, সয়তান আপন মনে নিশ্চয় বোধ করিল যে এইরূপ প্রত্যহ দুই জন মনুষ্যকে বাদসাহ নষ্ট করিবে তবেই ক্রমে২ পৃথিবীর তাবৎ লোক মরিবে, আর ঈশ্বরের সৃষ্টি লোপ হইবেক, কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্টি কাহারও নষ্ট করিবার শক্তি নাই, জোহাকের নাম সকল দেশের লোকে শুনিল এবং তাহার স্কন্ধে দুইটা সর্প আছে ইহা শুনিয়া সকলেই ভীত হইল, জমসেদের অহঙ্কার দেখিয়া অনেক লোক জোহাকের নিকট আসিয়া শরণাগত হইল, তখন জোহাক জমসেদ বাদসাহের উপর আক্রমণ করিল, জমসেদ অনেক যুদ্ধ করিল তাঁহার অহঙ্কার হইয়াছিল এনিমিত্ত ঈশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিলেন, অর্থাৎ জমসেদ যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিল।

জমসেদ জোহাকের যুদ্ধে পরাভব হইয়া পলায়ন।

জোহাক তাহার তক্তে বসিলে জমসেদের তাবৎ লোক তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল, জোহাক তক্তে বসিয়া আজ্ঞা করিল জমসেদকে যে ব্যক্তি ধৃত করিয়া আমার নিকট আনয়ন করিবে তাহাকে অনেক ধন ও রাজ্য পারিতোষিক দিব, আর আপন

জমসেদকে ধৃত করিতে দেশেং লোক প্রেরণ করিল, এবং আপ-নার অধীন যে সকল বাদসাহ ছিল তাহারদিগকে পত্র লিখিল যে জমসেদ আমার নিকটে যুদ্ধে পরাভব হইয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহার অধিকারে যাইবে সে ব্যক্তি তাহাকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে আনয়ন করিলে আমি তাহার প্রতি তুষ্ট হইব, এবং অনেক ধন ও রাজ্য পারিতোষিক দিব, আর যদি কেহ জমসেদকে লুকাইয়া রাখে এমত প্রকাশ হইলে তাহার সবংশে নির্ব্বংশ করিব। জমসেদ যুদ্ধে পরাভব হইয়া ছদ্মবেশে নানা বন, উপবন, পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়া জাবল দেশে আইলেন।

জমসেদের জাবল দেশে বিবাহ॥

তথাকার বাদসাহ কোরঙ্গ নামে ছিল তাহার এক কন্যা পরমা সুন্দরী ও বলবতী যোদ্ধা, যুদ্ধের সন্ধান সকল বিশেষ রূপে জানিত, আর অতি মিষ্টভাষী ও লজ্জাবতী পঞ্চদশ বর্ষীয়া এই রূপ লাবণ্য ও যৌবনাবস্থায় পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিত, এবং এমত মন্ত্রিণী ছিল যে ঐ সময়ে মনুচেহর নামে এক বাদসাহ জাবলের বাদসাহর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, ঐ কন্যার মন্ত্রণাক্রমে মনুচেহর পরাভব হইয়া পলায়ন করিলেন, তখন জাবলের বাদসাহ আপন কন্যাকে কহিলেন এবং আপনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কন্যার বিবাহ করিতে যাহাকে বাঞ্ছা হইবেক তাহার সহিত বিবাহ দিব, নানা দেশের বাদসাহেরা ঐ কন্যার রূপ ও গুণের প্রশংসা শুনিয়া বিবাহ করিবার নিমিত্ত জাবলের বাদসাহর নিকটে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু

বাদসাহ ঐ সকল মনুষ্যকে বিবাহের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া বিদায় করিলেন, ঐ কন্যার ধাত্রী জাবিলের এক স্ত্রীলোক ছিল সে জ্যোতিষ বিদ্যায় সুপণ্ডিতা এবং আর অনেক প্রকার কুহক ও মন্ত্র তন্ত্র জানিত, সেই ধাত্রী এক দিবস ঐ কন্যাকে কহিয়াছিল যে আমি তোমার লক্ষণ দ্বারা জানিতেছি এবং জ্যোতিষের দ্বারা গণনা করিয়া বুঝিয়াছি যে জমসেদ বাদসাহ তোমার স্বামী হইবেন, আর তাঁহার দ্বারা তোমার গর্ভে এক সু সন্তান জন্মিবেক। কন্যা এই বাক্য শুনিয়া বড় আহ্লাদিতা হইয়া আপন পিতাকেও তদ্বাক্য জ্ঞাপন করিয়াছিল এনিমিত্ত তাহার পিতাও ঐরূপ কহিয়াছিল যে তোমার যাহাকে বঞ্ছা হইবে তাহাকে বিবাহ করিবা। কোন বাদসাহ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহার উত্তর করিত না, জমসেদ বাদসাহ জাবল নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মনে করিলেন, নগর মধ্যে না থাকিয়া কোন উদ্যানে বাস করিয়া থাকি, জাবলের বাদসাহের এক উদ্যান নগরের প্রান্তে ছিল, বাদসাহের কন্যাও ঐ পুষ্পোদ্যানে বায়ু সেবনার্থে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। জমসেদ ঐ উপবনের মধ্যে গমন করিতেছিলেন, রক্ষকেরা নিষেধ করিলে জমসেদ ঐ উদ্যানের দ্বারের নিকট এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, এমত সময়ে সাহজাদীর এক সহচরী কোন কর্ম্মোপলক্ষে বাহিরে যাইতেছিল জমসেদকে দেখিতে পাইল তাহার সৌন্দর্য্যতা ও লক্ষণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে, এবং কোথা হইতে আইলেন? জমসেদ কহিলেন আমি এক জন দুর্ভাগ্য কপাল পোড়া এখন অনেক দূরদেশ হইতে আইলাম, যদি দয়া করিয়া দুই চারি পেয়ালা মদিরা আমাকে পান করাও তবে পথশ্রম ও দুর্ভাবনা কিঞ্চিৎ দূরীকৃত হয়, দাসী তৎক্ষণাৎ গিয়া সাহ-

জাদিকে কহিল যে এক জন অতি সুন্দর পুরুষ এবং প্রতা-
পান্বিত বোধ হয় কোন বাদসাহ হইবে, দ্বারপ্রান্তে বসিয়া
আছে দুই তিন পেয়ালা মদ্রিকা পান করিতে চাহে, সাহজাদী
এই কথা শুনিয়া কহিল সে কেবল মদ্রিকা পান করিতে চাহি-
য়াছে আমি তাহাকে প্রেয়সী ও গানের সহিত মদ্রিকা পান
করাইব, ইহা কহিয়া আপনি ঐ স্থানে তাহার নিকটে আইল,
জমসেদের আকার প্রকার ও রূপ লাবণ্য দেখিয়া অনুমান
করিল যে এই ব্যক্তি জমসেদ বাদসাহ হইবেক, তখন ঐ কন্যা
তাহাকে কহিল যদি তোমার মদ্রিকা পান করিতে বাঞ্ছা হই-
য়াছে তবে আমার সহিত আগমন কর, জমসেদ ইহা শুনিয়া
নিরব হইয়া থাকিলেন, তাহা দেখিয়া সাহজাদী কহিল
আপনি কোন ভাবনা ও সন্দিহ করিবা না, আমার পিতা
জাবল দেশের বাদসাহ আমাকে সর্ব্বাংশে স্বাধীনা করিয়া-
ছেন অর্থাৎ স্বয়ম্বরা হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া
পূর্ব্বে ঐ কন্যার যে সকল প্রশংসা শুনিয়াছিলেন তাহা স্মরণ
হইল এপ্রযুক্ত এক দৃষ্টে অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া চাহিয়া রহি-
লেন, তখন সাহজাদী জমসেদের হস্ত ধারণ করিয়া মন্দঃ গমনে
ঐ উদ্যান মধ্যে এক পুষ্করিণীর তটে শয্যোপরি উপবেশন করা-
ইয়া দাসী গণে আজ্ঞা করিলেন মদ্রিকা আনিয়া দেও তাহারা
মদ্রিকা ও পেয়ালা আনিয়া তাঁহাকে দিল, জমসেদ তিন পেয়ালা
মদ্রিকা পান করিয়াও মত্ত হইলেন না, তাঁহার বসিবার ভঙ্গি ও
মদ্রিকা পান করিবার প্রকরণ দেখিয়া সাহজাদী আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিল, পরে সাহজাদী তাঁহাকে কহিল আপনি পথভ্রমণ
দ্বারা ক্লান্ত আছেন যদি অনুমতি করেন তবে আহারের দ্রব্য
আনয়ন করি? জমসেদ কহিল আমাকে আর কিঞ্চিৎ সুরা আনা
ইয়া দেও কন্যা কহিল আপনি অতিশয় মদ্রিকাপ্রিয় হন,

জমসেদ কহিল যদি না পাই তবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি, ইহা কহিয়া পরে মদ্রিকার গুণ ও দোষ বর্ণনা করিলেন, যদি আপনার উপযুক্ত পান করে তবে শোক ও দুঃখ রহিত হয়, মূর্খ যদি পান করে সে পণ্ডিত ও সভ্যের ন্যায় হয়, দুর্ব্বল ব্যক্তি পান করিলে বলবান্ হয়, ভীত ব্যক্তি পান করিলে বীরের ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে, জড় ব্যক্তি পান করিলে বক্তা হয়, বৃদ্ধ লোক পান করিলে যুবার ন্যায় কর্ম্মক্ষম হয়, মদ্রিকার দোষের মধ্যে এই যদি অধিক পান করে তবে অজ্ঞান ও উন্মত্ত হয়, জমসেদের এই সকল বাক্য শুনিয়া নিতান্তই জানিল যে এই জমসেদ বাদসাহ তথাপি সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্ত্তব্য বলিয়া জমসেদ বাদসাহের প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ জমসেদ বাদসাহের ছবি ঐ কন্যার পিতার গৃহে ছিল তাহা আনিতে এক দাসীকে গোপনে পাঠাইল, ইতোমধ্যে অন্য প্রকারে ব্যক্ত হইল ছবির আবশ্যক থাকিল না, সাহজাদী জমসেদের নিকটে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এতৎ সময়ে তাহারদিগের সম্মুখে এক যুগ্ম পারাবত আসিয়া প্রাচীরের উপর বসিয়া স্ত্রী পুরুষের ন্যায় মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সাহজাদী তাহা দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া দাসী গণকে আপনার তীর ধনুক আনিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিল, সাহজাদি জমসেদকে কহিলেন তুমি যে পারাবতকে মারিতে কহিবা আমি তাহাকেই মারিব, জমসেদ কহিল পুরুষ থাকিতে স্ত্রীলোককে অর্শে না যেহেতু স্ত্রীলোক অতি বুদ্ধিমতী ও বলবতী যদ্যপিও হয় তথাপি পুরুষের অধীন থাকিতে হইবে, অতএব তীর ধনুক আমাকে দেও আর আমার ধনুর্বিদ্যার পরিপাট্য দেখ, সাহজাদী এই কথা শুনিয়া লজ্জিতা হইয়া তীর ধনুক জমসেদের হস্তে দিলেন, জম-

সেদ ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া কপাতীকে এক তীর মারি-লেন তাহাতে উক্ত পক্ষিণীর দুই ডানা বিদ্ধ হইয়া উড়িতে না পারিয়া ভূমিতে পতিত হইল তদ্দৃষ্টে পারাবত উড়িয়া গেল কিন্তু স্ত্রীর প্রেম বশতঃ পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া বসিল তখন সাহজাদী জমসেদের হস্ত হইতে তীর ধনুক লইয়া কহিলেন যে এই পারাবতের জোড়াকে যদি আমি এক তীরে বিন্ধিতে পারি তবে আমার যে পুরুষকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ করিব, কারণ জাবল দেশে এমত বলবান্ বীর কেহ ছিল না যে সাহজাদির ধনুকে জ্যা সংযুক্ত করিত তীর সন্ধান করিয়া পারাবতের দুই ডানা বিন্ধিল তৎক্ষণাৎ সাহজাদী নিঃসন্দেহ জানিল যে ইনি তহমুরছ বাদসাহের পুত্র জমসেদ বাদসাহ, পৃথিবীর বাদসাহ, আর সাহজাদির জ্যোতিষ বেত্তা দাই ঐ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, সাহজাদী সমুদায় বৃত্তান্ত তাহাকে কহিলেন সে জমসেদকে দেখিয়া আপন বিদ্যার প্রভাবে জানিল যে এই জমসেদ বাদ-সাহ বটে, সে সাহজাদিকে কহিল যে আমি পূর্ব্বে যে কথা তোমাকে কহিয়াছিলাম তাহা পরমেশ্বর অদ্য ঘটাইলেন অর্থাৎ জমসেদ বাদসাহকে তোমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এখন আর বিলম্ব করা অনুচিত শীঘ্র বিবাহ করহ ইহাঁ হইতে তোমার এমত এক পুত্র হইবে সে সমস্ত পৃ-থিবীর বাদসাহ হইবেক, এই সময়ে এক দাসী বাদসাহের গৃহ হ-ইতে জমসেদের ছবি লইয়া আইল সাহজাদী ঐ ছবির সহিত উক্ত পুরুষের অবয়ব ঐক্য দেখিয়া জমসেদের হস্তে ঐ ছবি দি-লেন, জমসেদ আপন প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আপন ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, সাহজাদী কহিলেন এই পু-ষ্পোদ্যানের মধ্যে সুন্দরী যুবতীদিগের সঙ্গে হাস্য কৌতুক

গীত বাদ্য ও মদিরা পানএই সুখের সময়ে রোদনের কারণ কি বুঝি আমার প্রতি বিরক্তি হইয়াছেন! জমসেদ কহিলেন তাহা নহে জ্ঞানবান্ যে কেহ হইবেক তাহার উচিত যে প্রধান লোকের দুর্দ্দশা দেখিলে কিম্বা শুনিলে অথবা স্মরণ হইলে খেদ করিবেক এ জমসেদ বাদসাহের ছবি, তাঁহার গ্রহ বৈগুণ্য ক্রমে ঈশ্বর তাঁহাকে নির্দ্দয় হইয়া রাজ্যচ্যুত করিয়া এক জন সামান্য মনুষ্যকে সেই রাজ্যে বাদসাহ করিয়াছেন, আর জমসেদকে পথে মাঠে বনে পাহাড়ে ভ্রমণ করাইতেছেন, জমসেদ আছে কি কোন হিংস্রক জন্তু সিংহ ব্যাঘ্র তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছে এই নিমিত্ত রোদন করিতেছি। সাহজাদী ও তাহার দাই জমসেদের এই সকল বাক্যের কৌশল শুনিয়া বুঝিলেন যে আপনাকে গোপন রাখিতেছেন, তখন সাহজাদী আর সকল দাসীকে সেস্থান হইতে বাহির করিয়া দিয়া কেবল সাহজাদী ও জমসেদ এবং দাই এই তিনজন থাকিলেন, তখন সাহজাদী কহিলেন জমসেদ বাদসাহ তুমি? জমসেদ কহিলেন আমি জমসেদ বাদসাহ নহি, কন্যা কহিল ছবি কি বলে? জমসেদ কহিল আমার অবয়বের সঙ্গে আর এই ছবিতে প্রায় ঐক্য হয় বটে কিন্তু পৃথিবীতে কি এক মনুষ্যের অবয়বের মত অন্য মনুষ্য হয় না। সাহজাদী অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু জমসেদ কোনমতে পরিচয় দিলেন না, তখন সাহজাদী কহিলেন যে আমার এই ধাত্রী জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা সেই বিদ্যাদ্বারা গণনা করিয়া কহিয়াছিল যে জমসেদ বাদসাহ এই স্থানে আসিয়া তোমাকে বিবাহ করিবেন, আর তাহা হইতে তোমার এক পুত্র হইবে, তদবধি আমি জমসেদ বাদসাহকে মানসে বরণ করিয়াছি, আর আর অনেক বাদসাহ আমাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু

আমি তাহারদিগকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিনাই যদি আ- পনি পরিচয়না দেন তবে এইক্ষণে আপনার সাক্ষাতে প্রাণত্যা- গ করিব ইহা কহিয়া অনেক রোদন করিল তাহাতে জমসেদের মনে দয়া জন্মিল তথন কহিলেন দুই কারণের নিমিত্ত কিছু কহিতে পারিনা । প্রথমতঃ আমার এক প্রবল শত্রু আছে যদি তাহার লোক এস্থানে থাকে সে শুনিয়া তাহাকে জানাইলে আমাকে ধরিয়া লইয়া নষ্ট করিবে, আর দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলো- কের নিকটে পরিচয় ও পরামর্শের কথা কখন কহি নাই বিশে- ষতঃ এখন দুরাদৃষ্টের নিমিত্ত ভীত আছি এবং তুমিও স্ত্রীলোক তোমার নিকটে পরিচয় দিবনা । সাহজাদী কহিল হে বাদশাহ! সকল পুরুষকে পুরুষ ও সকল স্ত্রীকে স্ত্রীর মধ্যে গণনা করিবেন না, এবং হস্তের পাঁচ অঙ্গুলি সমান হয় না, সাহজাদী অনেক দৈন্যতা ও মিনতি করিয়া কহিল যে আমি আপনাকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি আমা হইতে আপনার মন্দ কখনই হইবেক না । তখন জমসেদ কহিলেন যে আমি জমসেদ এবং আপনার দুর্দ্দশা ও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করণের বিবরণ কহিলেন, তৎপরে সাহজাদী আপনারদিগের রীতি মত জম- সেদ বাদশাহকে বিবাহ করিয়া আপন গৃহে লইয়া গিয়া আপন গুপ্তধন বাদসাহকে যৌতুক দিলেন, সাহজাদী জমসেদকে লইয়া দিবা রাত্রি রসরঙ্গে মগ্ন হইয়া ঐ উদ্যানেই থাকেন, তাঁহার পিতা অনেক দিবস আপন কন্যাকে না দেখিয়া বাটীর লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কহিল যে তিনি এক পুরুষকে লইয়া উদ্যান মধ্যে বাস করিতেছেন, ইহা শুনিবামাত্র রাগত হইয়া কহিল যে আমার অজ্ঞাতে কেন বিবাহ করিল, পরে সাহজাদী শুনিলেন যে বাদসাহ ক্রোধা- ন্বিত হইয়াছেন তখন ঐ কন্যা ভীতা হইয়া বাটীতে আসিয়া

পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বাদসাহ কন্যাকে কহিলেন যে ওরে কুলকজ্জলে তুই কামাতুরা হইয়া আমাকে না কহিয়া এক পুরুষকে বিবাহ কেন করিলি আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিলি না, লজ্জার চাদর ও টুপি যাহা কুলবতীদিগের অতি যত্নের ধন কামাতুরা হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিলি, তুই বুঝিয়াছিস্ আমি তোর এ সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহি যদ্যপি তুই আমাকে বলিস্ নাই কিন্তু তোর পূর্ব্বে যে রূপ মুখের লাবণ্য ছিল পুরুষের সহিত সহবাস হওয়াতে সে লাবণ্য দূর হইয়াছে, জ্ঞানি লোকেরা কহিয়াছেন ॥

অন্য পুরুষ দেখিতে স্ত্রীর চক্ষু অন্ধ হউক।
ঘর হইতে বাহির হইলে শ্মশানে থাকুক ॥

আরও কহিয়াছেন যেন কাহার কন্যা না হয়, আর যদি হয় তবে যেন অবাধ্য না হয়, এই সকল কথা শুনিয়া সাহজাদী কহিল হে পিতা! তুমি আমার স্বভাব জ্ঞাত আছ আমি কখন কলঙ্কান্বিত নহি এবং তোমার উজ্জ্বল কুলে কলঙ্ক রূপ কজ্জল দেই নাই ও দিব না আমি জমসেদ বাদসাহকে বিবাহ করিয়াছি, পরে সাহজাদির দাই সমস্ত বিবরণ বাদসাহকে জানাইল, আর কহিল তোমার কন্যা জমসেদ বাদসাহ হইতে গর্ব্ভবতী হইয়াছেন এবং সাহজাদী কহিল হে পিতা! তুমি আমাকে স্বয়ম্বরা হইতে পূর্ব্বে আজ্ঞা দিয়াছ এনিমিত্ত পৃথিবীর পতি যে জমসেদ বাদসাহ যাঁহাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত বাদসাহ কর প্রদান করিয়াছেন আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, জাবল স্থানের বাদসাহ এই কথা শুনিয়া আনন্দযুক্ত হইল, কিন্তু জমসেদ বাদসাহ তাহার জামাতা হইয়াছেন সে জন্য আহ্লাদ হয় নাই তাহার আহ্লাদের কারণ এই যে জমসেদকে ধৃত করিয়া জোহাক বাদসাহকে দিলে সে আমার প্রতি তুষ্ট হইবে, এবং

বহুধন ও রাজ্য দিবে ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যাকে কহিল যে তুমি ধন্যা যেহেতু তোমা হইতে জমসেদকে পাইলাম। কল্য প্রাতে ইহাকে কয়েদ করিয়া জোহাক বাদসাহর নিকটে পাঠাইব, এই কথা শুনিয়া সাহজাদী কাতর হইয়া মিনতি পূর্ব্বক রোদন করিয়া কহিল যে হে পিতা! এমত বাদসাহকে তুমি ধনাকাঙ্ক্ষি হইয়া নষ্ট করিও না, ধন ও রাজ্য চিরস্থায়ী নহে, এই বাদসাহকে জোহাকের নিকটে পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিবে সে তোমারই নষ্টকরা হইবে, অতএব একর্ম্ম করিলে ইহকালে দুর্নাম পরকালে নরক হইবে, যদ্যপিও পরমেশ্বর জমসেদকে এইক্ষণে অকৃপান্বিত হইয়াছেন তত্রাপি তোমার উচিত কর্ম্ম নহে বিশেষতঃ তোমার জামাতা হইয়াছেন, ঈশ্বরের মনে যাহা আছে তাহা কেহ খণ্ডিত করিতে পারে না তাহা অবশ্যই হইবে। কিন্তু শত্রু যদি শরণাগত হয় তাহাকেও রক্ষা করিতে হয়, এজমসেদ বাদসাহ পৃথ্বীপতি ছিলেন তুমি ও এই বাদসাহর অধীন ছিলে, এহদৈবগুণ্য জন্য এখন তোমার শরণাগত হইয়াছেন, ইহাকে নষ্টকরা উচিত হয় না, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে শরণ করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা কর, আর যদি তোমার নিতান্ত জোহাকের নিকটে পাঠাইবার মানস হইয়া থাকে তবে প্রথমতঃ আমার মস্তক ছেদন কর, পরে তোমার মনে যাহা উদয় হয় তাহাই করিও, ইহা কহিয়া কন্যা বিস্তর রোদন করিতে লাগিল তাহা দেখিয়া আপন কন্যার প্রতি স্নেহ জন্মিল তখন তাহাকে কহিল তুমি আর রোদন করিও না আমি জমসেদকে নষ্ট করিব না বরঞ্চ আমার ধন ও রাজ্য তাহাকে দিব, এবং আপন প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিব, তুমি আমার এই কথা জমসেদকে গিয়া কহিবা আর

আমি কল্য প্রাতে উদ্যানে গমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তখন সাহজাদী পিতার নিকটে বিদায় হইয়া জমসেদের নিকটে গিয়া আপন পিতার আগমনের বার্ত্তা কহিয়া তুষ্ট করিলেন। পরে জাবলের বাদসাহ পরদিন প্রাতে উদ্যানে আসিয়া জমসেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন হেবাদসাহ! তোমার এভৃত্য থাকিতে আপনার কোন মতে মন্দ হইবেক না, এবং আমার কন্যাকে আপনি দাসী জ্ঞান করিবেন। জাবলের বাদসাহ জমসেদকে অভয় প্রদান করিলেন কিন্তু তাহাতেও জমসেদের মনের আশঙ্কা দূর হইল না, কারণ কোন লোক তাহাকে কহিল যে জাবলের রাজসংক্রান্ত মন্ত্রী আদি ও দেশস্থ প্রধান লোক সকলে যুক্তি করিয়াছেন যদি আমারদিগের বাদসাহ জমসেদকে ধৃত করিয়া জোহাকের নিকটে না পাঠান তবে আমরা সকলে ঐক্য হইয়া জমসেদকে জোহাকের নিকটে লইয়া যাইব কেননা জোহাক কোন ক্রমে এই সংবাদ শুনিতে পাইলে আমারদিগের রাজ্যে আসিয়া সকলকে নষ্ট করিবেন, অতএব একের নিমিত্ত সকলে নষ্ট হওয়া উচিত নহে, এত বাক্য শুনিয়া জমসেদ অত্যন্ত ভীত হইয়া সমস্ত দিবস বিমর্ষ থাকিল।

জমসেদের জাবল হইতে চীনদেশে গমন।

রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে ওস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া চীনদেশে গমন করিয়া কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া হিন্দুস্থানে গমন করিলেন, কিঞ্চিৎ দূর গিয়া এক বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আপনার দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যতা স্মরণ করিতে২ নিদ্রা আকর্ষণ হইল ঐ সময়ে জোহাক বাদসাহর এক দূত চীনের বাদসাহর নিকটে গমন করিয়াছিল, তাহার সঙ্গি এক জন জমসেদকে চিনিত

সে ঐ দূতকে কহিল যে ঐ বৃক্ষমূলে এক জন শয়ন করিয়া রহি-
য়াছে ঐ জমসেদ বাদসাহ, এই কথা শুনিয়া সে জমসেদকে
ধৃতকরতঃ বন্ধন করিয়া এক শকটারোহণে জোহাকের
নিকটে লইয়া গেল, যখন জমসেদকে লইয়া জোহাকের সম্মুখে
উপস্থিতহইল তখন জোহাক হাস্য করিয়া কহিল এখন তোর
সে তাজ তক্ত কোথায়, আর রাজ্যস্পদ কি হইল, জমসেদ
কহিল ওরে মূর্খ পৃথিবীতে চিরপদ কাহারো থাকে না, এই
রাজ্য ও তক্ত পূর্ব্বে আমার অধীন ছিল এইক্ষণে পরমেশ্বর
তোকে দিয়াছেন, কিন্তু তুই কখনও এমত জ্ঞান করিসনা যে ঐ
রাজ্যস্পদ তোর চিরদিন থাকিবেক। ইহা শুনিয়া জোহাক
জমসেদকে কহিলেক কি প্রকারে তোকে মারিব অসি দ্বারা
মস্তক ছেদন করিব কি শূলে দিব, তোর যাহা ইচ্ছা তাহা বল?
জমসেদ কহিল এইক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত তুই সপদস্ত তোর
যেরূপ বাঞ্ছা হয় সেইরূপে বধ কর, আমি তাহাতে ভীত নহি।
জোহাক তখন আপন লোককে কহিল দুই খণ্ড তক্তা আনিয়া
জমসেদের বক্ষে ও পৃষ্ঠে বান্ধিয়া মস্তকে করাত দিয়া চিরিয়া
দুই খণ্ড কর, তাহারা ঐমত করিল। যখন এই সংবাদ জাবল
স্থানে পঁহুছিল জমসেদের রাণী অনেক রোদন করিয়া পরে
বিষ পানকরত প্রাণ ত্যাগ করিল।

জোহাকের বিবরণ।

জোহাক নির্ভয় হইয়া তক্তে বসিয়া জমসেদের দুই ভগ্নী
এক জনার নাম সহরনাজ, দ্বিতীয়ার নাম আরনওয়াজ সেই
দুই জনকে আপন ভোগ্যাস্ত্রী করিয়া রাখিল, আর সমস্ত
পৃথিবীর বাদসাহ হইয়া অতিশয় দৌরাত্ম্য ও অন্যায় আরম্ভ
করিল, বিশেষতঃ প্রত্যহ দই জন মনষ্যকে হত করিয়া

RARE BOOK

তাহারদিগের মর্জা আপন স্কন্ধের দুই সর্পকে খাওয়াইত কয়েক দিন পরে জোহাক এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যে তিন জন অতিবলবান্ বীর জোহাককে আক্রমণ করিল তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ যে সেই জোহাকের মস্তকে এক গদা প্রহার করিল এবং দুই হস্তে ও গলদেশে রজ্জুসংযুক্ত করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, আর অনেক মনুষ্য তাহার পশ্চাৎ আসিতেছে, জোহাক এই দুঃস্বপ্ন সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীতহইয়া চিৎকারধ্বনি করিয়া উঠিল, বেগম ও সইলিনী যাহারা সে স্থানে ছিল তাহারা বাদসাহকে কহিল হে বাদসাহ তুমি কি নিমিত্ত এমত ভীত হইয়া চিৎকার শব্দ করিলে তখন তাহারদিগকে কহিল যে আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি যদি কহি তবে তোমরা আমার জীবনের আশা ত্যাগ করিবে পর দিবস প্রাতে জ্যোতিষবেত্তা ও গণক ও পণ্ডিত দিগকে ডাকাইয়া রাত্রের স্বপ্ন বিবরণ তাহারদিগের নিকটে কহিল, এবং এই স্বপ্নের কি ফল তাহা জিজ্ঞাসা করিল তাহারা আপন আপন বিদ্যার দ্বারা জানিলেন যে জোহাক শীঘ্র নিপাত হইবেক, কিন্তু ভয়প্রযুক্ত কেহ প্রকাশ করিয়া কহিতে পারিলেন না, পরস্পর কহিলেন যদি আমরা এ স্বপ্নের ফলের কথা সত্য কহি তবে এখনি আমারদিগকে নষ্ট করিবেক এই নিমিত্ত গোলযোগ করিয়া তিন দিবস গত করিল, চতুর্থ দিবসে বাদসাহ রাগত হইয়া উক্ত পণ্ডিত গণকে কহিলেন যে স্বপ্নের কি ফল যেপর্য্যন্ত না কহিবা সে পর্য্যন্ত সকলে কয়েদ থাকহ, এই কথা শুনিয়া সকলে ঐক্য হইয়া কহিলেন, যে বাদসাহর আয়ু শেষ হইয়াছে। ফরেদুঁ নামে এক জন বাদসাহ হইবেক, কিন্তু এইক্ষণ পর্য্যন্ত সে জন্ম গ্রহণ করে নাই। জোহাক কহিল আমার মস্তকে গদা প্রহার কে করিয়াছে! তখন পণ্ডিতেরা কহিলেন তাহারি নাম ফরেদুঁ। জোহাক কহিল সে কি

নিমিত্ত আমাকে মারিবেক। পণ্ডিতেরা কহিলেন আপনি তাহার পিতাকে নষ্ট করিবেন, সে আপন পিতার বধের পরিবর্ত্তে তোমাকে নষ্ট করিবেক, ইহা শুনিয়া জোহাক অজ্ঞান হইয়া তক্ত হইতে ভূমে পতিত হইল ক্ষণেক কালপরে চৈতন্য প্রাপ্তহইয়া তক্তে বসিয়া পুনরায় ফরেদুঁর অনুসন্ধান গোপনেও প্রকাশ্যরূপে করিতে সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন, ফরেদুঁর নাম শ্রবণ করণাবধি জোহাকের মনে এক ভয় প্রবেশ হইয়া আহার ও নিদ্রা ঐ ভাবনায় উত্তমরূপে হইত না, এবং সর্ব্বদা অসুখি থাকিত। ফরেদুঁর পিতার নাম ওব্বতিন, মাতার নাম ফরানক, তহমুরছের বংশোদ্ভব ছিল। জোহাক আপন অধীনস্থ চরগণকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কয় বংশের লোক যেখানে দেখিতে পাইবা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমার নিকটে ধৃত করিয়া আনিবা, কয়বংশীয় যেং ছিল এই সংবাদ শুনিয়া আর কেহু বাটী হইতে বাহির হইত না, অনেক দিবসের পর ওব্বতিন কেবল গৃহ মধ্যে সর্ব্বদা বাসকরত বিরক্ত হইয়া এক দিবস উদ্যান ভ্রমণে গমন করিল, দৈবাধীন জোহাকের এক জন চর তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধৃত করিয়া জোহাকের নিকটে আনিলে জোহাক তৎক্ষণাৎ তাহার শির ছেদন করিল।

জোহাকের ভয়ে ফরেদুঁর পলায়ন।

ফরেদুঁর মাতা ফরানক এই সংবাদ শ্রুত মাত্র ফরেদ' ও তাহার আর দুই ভ্রাতা এই তিন জনকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। ফরেদুঁ তখন দুইমাস বয়স্ক বালক ছিল সমস্ত দিবস পর্য্যটন করিয়া এক মাঠে পৌছিল সে স্থান এক জন গোপের তাহার অনেক দুগ্ধবতী গো ও মহিষ সে স্থলে থাকিত ফরানক ঐস্থানে পৌছিয়া ঐ গোপের শরণাপন্ন হইয়া আপ-

নার বিবরণ তাহাকে কহিল, এবং জোহাকের ভয়ে ও পথশ্রান্তে তাহার স্তন্যদুগ্ধ শুষ্ক হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত করিল, ঐ গোরক্ষক এই কথা শুনিয়া পোরমায়া নামে একটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল ফরেদুঁকে দুগ্ধপান জন্য ঐ গাভী প্রদান করিল, এবং কিয়ৎকাল উক্ত স্থানে অবস্থান করিল, কিন্তু পরে তাহারা জোহাকের ভয়ে অতি ভীতা হইয়া ঐ গোপালকের নিকটে ফরেদুঁকে অর্পণ করিয়া আপনি আর দুই পুত্রকে লইয়া আলবোর্জ্জ পর্ব্বতে গমন করিল ঐ গোরক্ষক তিন বৎসর ফরেদুঁকে প্রতিপালন করিল।

ফরেদুঁর আলবোর্জ পর্ব্বতে গমন।

তিন বৎসরের পর ফরানক আসিয়া ফরেদুঁকে লইয়া পুনরায় ঐ আলবোর্জ পর্ব্বতে প্রস্থান করিল, তখন গোপ কহিল এমত দুগ্ধপোষ্য বালককে কেন পর্ব্বতে লইয়া যাও দুগ্ধাভাবে ক্লেশ পাইবেক। ফরানক কহিল আমার মনে এব ম্প্রকার উদয় হইতেছে যে এ স্থলে থাকিলে মৃত্যু সম্ভাবনা ইহাকে লোকালয় হইতে লইয়া পর্ব্বতে গোপন হইয়া থাকিব, ইহা কহিয়া ফরেদুঁকে লইয়া পর্ব্বতে গমন করিল, তাহার কিঞ্চিৎ দিবসান্তে জোহাকের নিকটে কেহ কহিল যে ফরেদুঁকে অমুক স্থানের গোরক্ষক প্রতিপালন করিতেছে, এইকথা শ্রুত মাত্রে জোহাক কতক গুলীন সেনা সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গিয়া ঐ গোরক্ষকের সবংশে নিপাত করিল, এবং গো মহিষাদি যাহা সেখানে ছিল তাহাও বধ করিল, ফরেদুঁর অনেক অন্বেষণ করিল তাহাকে না পাইয়া বাটীতে আইল, ওখানে আলবোর্জ পর্ব্বতের উপরে এক জন সিদ্ধ তপস্বী ছিলেন, ফরেদুঁর মাতা ফরেদুঁকে লইয়া তাহার পদতলে নিঃক্ষেপ

করিয়া রোদন বদনে আশ্রয় প্রার্থনা করিল, আর কহিল যে ইহার এক প্রবল শত্রু আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করুন। ঐ তপস্বী অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন তুমি এই বালককে লইয়া এই স্থানে বাস কর। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস সেই তপস্বী ফরেদুঁর মাতাকে কহিলেন যে পণ্ডিতেরা জোহাকের হন্তারক এই বালককে কহিয়াছেন সে বাক্য সত্য বটে, এই জোহাককে বিনাশ করিয়া তাহার রাজ্য লইবে, এবং পৃথিবীর বাদসাহ হইবেক। যখন ফরেদুঁ ষোড়শ বৎসর বয়ঃ প্রাপ্ত হইল তখন আপন মাতাকে এক দিবস জিজ্ঞাসা করিল যে জোহাক আমার পিতাকে কি নিমিত্ত মারিয়াছে? ফরানক সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল, ফরেদুঁ শুনিয়া কহিল, আমি পিতার পরিবর্ত্তে জোহাকের প্রাণ দণ্ড করিব, ফরেদুঁর মাতা কহিল তুমি বালক, একা, দরিদ্র, সেনা এবং ধন সম্পত্তি কিছুই নাই, সে পৃথিবীর বাদসাহ তুমি এখন ব্যাস্ত হইবা না যদি তোমার অদৃষ্টে রাজ্য থাকে তবে পরমেশ্বর উপায় করিয়া দিবেন। ফরেদুঁ কহিল আমি জোহাকের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলাম ঈশ্বর আমাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন. এখানে জোহাকের মনে ফরেদুঁর ভয় ক্রমেং বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল, এবং তাবৎ লোক কহিতেছে যে ইহার দৌরাত্ম্য আর সহ হয় না, ফরেদুঁ আইলেই ভাল হয় আর আপামর সাধারণ সকল লোকেই ফরেদুঁর তত্ত্ব করিতে লাগিল এক দিবস জোহাক সভাস্থ ও নগরস্থ প্রধান লোক সকলকে আনয়ন করিয়া কহিল যে আমার অতিক্ষুদ্র এক শত্রু আছে, কিন্তু শত্রুকে কদাচ ক্ষুদ্র জ্ঞানকরা উচিত নহে, আমি শুনিয়াছি সে হিন্দুস্থানে আছে, যদ্যপি সে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা ও যুদ্ধের প্রশংসা অনেকে করে, এনিমিত্ত আমি

মানস করিয়াছি যে কতক গুলীন সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহারঅনু সন্ধান করিতে হিন্দুস্থান যাইব, তোমরা আমার সুবিচার,সদ্বিবেচনা ও ধার্ম্মিকতা, সত্যবাদী ও দাতা এইরূপ এক সুখ্যাতি পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেও, বাদসাহের এই কথা শুনিয়া সকলেই স্বীকার করিলেন, তৎক্ষণাৎ এক প্রতিষ্ঠাপত্র লিখিয়া সকলে স্বাক্ষর করিলেন।

জোহাকের প্রতিষ্ঠাপত্রে স্বাক্ষরকরা কাওয়া কর্ম্মকার তাহা খণ্ডং করিবার বিবরণ।

কাওয়া নামে এক জন প্রধান সাহসিক বলবান্ লৌহ কর্ম্মকার তাহার পুত্রকে সর্পের আহারের নিমিত্ত ধরিয়া আনিল, কাওয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া কহিল হে বাদসাহ তুমি আমার পুত্রকে মারিয়া সর্পকে খাওয়াইবে এবং প্রত্যহ এই মত মনুষ্যদিগকে নষ্ট করহ, আর নানামত দৌরাত্ম্য কর, আর কহিতেছ ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী এবং সদ্বিবেচক ও সুবিচারক তাহারি সুখ্যাতিপত্রে নগরের প্রধান লোক সকলে স্বাক্ষর করিয়াছেন, কাওয়া লৌহকারের এই সকল বাক্য শ্রবণ মাত্র তাহার পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে কহিলেন তুমি এখনএই সুখ্যাতিপত্রে স্বাক্ষর কর। কাওয়া ঐ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিয়া সভাস্থ প্রধান লোক ও পণ্ডিতদিগকে কহিল, যে আপনারা এই রাক্ষসস্বরূপ দুরাত্মার বাক্যে ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া মিথ্যা লিপি পত্রে সকলে স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমি ইহাতে কদাচ স্বাক্ষর করিব না, ইহা কহিয়া সেই পত্র খণ্ডং করিয়া পদতলে নিঃক্ষেপ করিয়া রাজসভা হইতে বাহির হইল, তাহার পুত্র সেই সঙ্গে চলিল, সভাস্থ সকলে বাদসাহকে কহিল হে বাদসাহ কাওয়া এক জন তুচ্ছ কর্ম্মকার আপনাকে ও সভাস্থ সকলকে

কটুকাটব্য কহিল, এবং রাজ আজ্ঞা উল্লংঘন করিয়া প্রশংসা-পত্রি খণ্ডং করিয়া তদুপরে পাদার্পণ করিল, ইহাতে আপনি তাহাকে কিছু না কহিয়া নিরব হইয়া রহিলেন ইহার কারণ কি? অনুমান হয় ফরেদূঁর রাজ্য হইল। জোহাক কহিল কাওয়াকে দেখিয়া ও তাহারি বাক্য শুনিয়া আমার মনে ভয় জন্মিয়াছে, ইহাতে দেবতা কি দুর্ঘটনা ঘটান তাহা আমি কহিতে পারি না, যখন কাওয়া রাজসভা হইতে বাহির হইল তখন সভার ও নগরীর অনেক লোক তাহার পশ্চাৎগামী হইল, কাওয়া আপন দোকানে গিয়া খমকার চর্ম্ম লইয়া এক বাঁশেতে বান্ধিয়া কহিল আমি এই পতাকা লইয়া ফরেদুঁকে আনয়ন করিতে গমন করিলাম, এবং অনেক লোক তাহার পশ্চাৎ গমন করিল, কিন্তু কোথায় ফরেদুঁ তাহা কেহ জানে না, কতক দূর যাইতেং ফরেদূঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল, ফরেদূঁ ঐ সকল লোক ও সেনা এবং পতাকা আপনা হইতে উপস্থিত হওয়া কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া পরে ঐ ধ্বজাকে অতি সুন্দর রূপে সাজাইয়া তাহার নাম (কাবিয়ানিদরক্স) রাখিলেন। (ফরেদূঁর পরে যেং বাদশাহ হইয়াছেন তিনি লৌহকারের জাঁতার চর্ম্ম আনিয়া খজিতে বান্ধিয়া স্বর্ণ মুক্তা দিয়া সুন্দররূপে সাজাইয়া কাবিয়ানিদরক্স নাম করিয়াছেন)

ফরেদুঁর জোহাকের যুদ্ধে যাত্রা॥

ঐ সকল সৈন্যাদি দেখিয়া আপন মাতার নিকটে বিদায় হইয়া ঐ সকল সেনা সঙ্গে লইয়া কাওয়াকে ঐ নিশান সহিত অগ্রগামি করিয়া জোহাকের সহিত যুদ্ধে চলিলেন, ফরেদুঁর জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর ছিল, তাহারদিগকে সঙ্গে লইল, মহিষের

অষ্টকোণাকার লৌহগদা নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন। কয়েক দিবস পরে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে এক গোরস্থানে পৌছিলেন, ফরেদুঁ গোরস্থানে একা গিয়া যুদ্ধে জয়যুক্ত হওনের নিমিত্ত বিস্তর মিনতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, ক্ষণেককাল পরে ফরেদুঁকে দৈববাণী হইল যে তুমি এই মন্ত্র স্মরণ কর [illegible] যখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইবেক তখন এই মন্ত্র স্মরণ মাত্রেই বিপদ হইতে মুক্ত হইবে, এবং মতান্তরে এক জন দৈবপুরুষ আসিয়া ফরেদুঁকে ঈশ্বরের কোন পবিত্র নাম শিখাইয়া তাহার ক্রম উপদেশ করিয়া গেলেন। ফরেদুঁর ভ্রাতারা উত্তরোত্তর তাহার প্র দুর্ভাব দেখিয়া হিংসান্বিত হইয়া দুই জনে পরামর্শ করিল, যে কোন উপায় দ্বারা ইহাকে নষ্ট করিতে হইবে। পর দিন ওস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া এক দিন সন্ধ্যার সময়ে এক পর্ব্বতের নিকটে আসিয়া আহারাদি করিয়া ঐ শিখরের নিম্নে শয়ন করিলেন, কতক রাত্রে ফরেদুঁর ভ্রাতারা উঠিয়া গোপনে পর্ব্বতোপরি গমন করিয়া এক খান পাত্থর গড়াইয়া ফেলিল তাহার শব্দে ফরেদুঁর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ঐ শব্দ শুনিয়া ফরেদুঁ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেই নাম স্মরণ করিতে লাগিল, ঐ নামের গুণে উক্ত পাষাণ না পড়িয়া ঐ স্থানে স্থগিত রহিল। ফরেদুঁর ভ্রাতারা ইহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া অত্যন্ত চিৎকার করিতে লাগিল, যে সকলে সাবধান হও পর্ব্বত হইতে পাষাণ পতিত হইতেছে, ফরেদুঁ যেন না মরে তাহাকে এস্থান হইতে স্থানান্তর কর, কিন্তু ফরেদুঁ জানিল যে ভ্রাতারা এ কর্ম্ম করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া তাহারদিগের অধিক মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পরে কাওয়া ফরেদুঁকে পার্ব্বতীয় পথ দ্বারা বগদাদে উপস্থিত হইল, পর দিবস বগদাদের নীচে দজলা নামে সমুদ্রতুল্য এক প্রবল নদী ছিল সেই

নদী পার হইবার নিমিত্ত নাবিকদিগকে ডাকিল, তাহারদিগকে জোহাকের বারণ ছিল সেই জন্য কেহ ফরেদূঁকে পার করিলেক না।

ফরেদূঁ সন্তরণ দ্বারা নদীপার ॥

তখন ফরেদূঁ ক্রোধান্বিত হইয়া অশ্বারোহণে নদী পার হইল ইহা দেখিয়া আর২ সকলে তাহার পশ্চাৎগামি হইল। ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই ভয়ানক নদী হইতে সকলে অক্লেশে পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল, পরে তথা হইতে গমন করিয়া অতি নিকটে এক বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলেন তাহার নাম বয়তলমকছদ আর (পহলবি ভাষায় তাহার নাম গঙ্গদজ) জোহাক সেই বাটীতে আপনার ধন সম্পত্তি ও রত্নাদি নির্ম্মিত তক্ত (তলছমাত) অর্থাৎ ইন্দ্রজাল করিয়া অনেক দৈত্য প্রভৃতিকে তথায় রক্ষক রাখিয়া আপনি ফরেদূঁর অন্বেষণ করিতে হিন্দুস্থানে গিয়াছিল। ফরেদূঁ কাওয়াকে জিজ্ঞাসা করিল এ বাটী কাহার? সে সকল বিস্তারিত করিয়া কহিল। ফরেদূঁ শুনিল যে জোহাক আপন সেনা লইয়া তাহার অন্বেষণে হিন্দুস্থানে গিয়াছে, অতি আহ্লাদিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধনাদি সকল গ্রহণ করিলেন, এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জোহাকের বেগমদিগকে দেখিয়া তাহার মধ্যে জমসেদ বাদসাহের দুই ভগ্নী সহরনাজ ও আরনওয়াজ নাম্নী ছিল, তাহারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে জোহাক হিন্দুস্থানে কি নিমিত্ত গিয়াছে? তাহারা কহিল সে দুই কারণে গিয়াছে, প্রথমতঃ সে শুনিয়াছে যে তুমি হিন্দুস্থান দিয়া এখানে আসিবা যদি সেই খানে কিম্বা পথিমধ্যে কোন প্রকারে তোমাকে দেখিতে পায় তবে নষ্ট করিবে, আর যদি তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হয়

কিম্বা নষ্ট করিতে না পারে তবে হিন্দুস্থানে অনেক উত্তমোত্তম জ্ঞানি লোক আছে তাহারদিগকে আনিয়া কোন উপায় করিবেক, তোমার ভয়ে জোহাক সদা শসঙ্কিত আছে। তখন ফরেদুঁ জোহাকের তক্তে বসিয়া তাহার সমস্ত ধন ও রাজ্যের অধিকারি হইলেন এবং তথাকার যত প্রধান লোক ও সেনা এবং প্রজা ছিল সকলে তুষ্ট হইয়া ফরেদুঁর সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। কিন্তু কন্দু নামে যে জোহাকের বাটীর প্রধান রক্ষক ছিল তথা হইতে পলায়ন করিয়া জোহাকের নিকটে গিয়া কহিল যে তিন জন যুবপুরুষ কথকগুলিন সেনা সঙ্গে করিয়া আসিয়া তোমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল দৈত্য প্রভৃতি রক্ষক যাহার দিগকে আপনি রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া তোমার সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াছে। জোহাক এই কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং মনে বিবেচনা করিল যে ফরেদুঁ আসিয়াছে আর রক্ষা নাই, কিন্তু প্রকাশ করিল না, যেহেতু সঙ্গের সেনাগণ ও আর আর লোক ভীত হইয়া তাহার নিকটে যাইবেক, পরে কন্দুকে কহিল বুঝি কোন অতিথি আসিয়াছে, সে কহিল অতিথি বটে, কিন্তু গদা হস্তে তোমাকেই গ্রাস করিবেক এবং তোমার বেগম দিগকে লইয়া রঙ্গ রসে মগ্ন হইয়াছে, জোহাক এই সকল মন্দবাক্য শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া কন্দুকে কহিল তুই তাহার ভয়ে বুঝি পলাইয়া আসিয়াছিস, অতএব আমি আর তোকে ধনাগারের রক্ষক করিব না, কন্দু কহিল যে তোমার রাজ্য ও ধন না থাকিলে আমাকে কি বস্তুর রক্ষক করিবা। এই কথা শুনিয়া অতি রাগান্ধ হইয়া সকল সেনা সমভিব্যাহারে আপন বাটীতে গমন করিল, কিন্তু সকল লোকেই জোহাকের দৌরাত্ম্য কারণ জ্বালাতন ছিল, ফরেদুঁর নাম ও আসিবার

সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিল যে আমরা আর এই সর্পযুক্ত অপবিত্র জোহাককে আর তক্তে বসিতে দিব না ও নগর বাসি সকলে নূতন বাদসাহ অর্থাৎ ফরেদুঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল, ইহা দেখিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে আমি রাজ্য করি এমত বাসনা কি নগরস্থ কি সেনা দিগের নাই সমস্ত দিবস এই রূপ চিন্তা করিতেং আপন বাটীর নিকটে গিয়া অন্য এক গোপনীয় স্থানে অবস্থান করিয়া রাত্রি-যোগে ফরেদুঁর শয়নাগারে (কমন্দ) অর্থাৎ এক প্রকার রজ্জু নির্ম্মিত সোপান দ্বারা উঠিল, মানস ছিল যদি ফরেদুঁকে অসা-বধান কিম্বা নিদ্রিত পায় তবে তাহাকে নষ্ট করিবে, কিন্তু উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ফরেদুঁ জোহাকের বেগমদিগ-কে লইয়া হাস্য কৌতুক করিতেছে, ইহা দেখিয়া অতি ক্রোধিত হইয়া গৃহ মধ্যে যাইবার মনন করিল, ফরেদুঁ তাহা দেখিয়া গদা হস্তে করিয়া তাহার মস্তকে প্রহার করিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না কারণ জোহাকের লৌহময় টুপি ও জামা পরিধান পূর্ব্বক আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত হইল, ফরেদুঁ পুনর্ব্বার মারিবার নিমিত্ত গদা তুলিলেন ঐ সময়ে দৈব বাণী হইল যে আর আঘাত করিবা না ইহার মৃত্যুর বিলম্ব আছে ইহাকে বদ্ধ করিয়া রাখ তাহাতেই মৃত্যু হইবেক, পরে জোহাককে বন্ধন করত কারাগারে রাখিলেন। জোহাকের বিবরণ এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল এক দিবস ন্যূন এক সহস্র বৎসর বাদসাহি করিয়া শেষে কারাগারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ফরেদুঁ বাদসাহের বিবরণ॥

ফরেদুঁ বাদসাহ হইয়া জোহাকের দৌরাত্ম্য ও অবিচারের ক্লেদ সকল সদ্বিচার ও শিষ্টতার জলে ধৌত করিলেন, সদ্বিচার ও দাতব্যের নিমিত্ত ফরেদুঁর নাম অদ্যাবধি জাগৃত আছে।

যদ্যপি ফরেদুঁ বাদসাহ বহুকাল গত হইয়াছেন ফরেদুঁ বাদ-সাহ দেবতা ছিলেন না এবং শুক্র শোণিত ব্যতিরিক্ত কস্তূরি অগুরুতে তাঁহার জন্ম হয় নাই, দান ও সৎবিবেচনা ও সুশী-লতার প্রভাবে অদ্যাবধি তাঁহার সুখ্যাতি আছে, অতএব যাহার দান ও সদ্বিবেচনা থাকে সেই ফরেদুঁ ॥

পবিত্র ফরেদুঁ সেতো দেবতা না ছিল।
মৃগনাভি অম্বরেতে জন্ম না লভিল ॥
দাতব্য দ্বারায় তার হইল সুখ্যাতি।
তুমি সেই মত হবে কর সেই নীতি ॥

ক্রমে ফরেদুঁর তিন পুত্র হইল, প্রথম পুত্রের নাম ছলম, দ্বিতীয়ের নাম তুর, তৃতীয়ের নাম এরচ, যখন তাহারা উপ-যুক্ত হইল তখন চন্দল নামে এক জন বিজ্ঞকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি এক বাদসাহের তিন কন্যা এবং সুন্দরী হয় তাহা অন-সন্ধান করিয়া আইস পুত্রের দিগের বিবাহ দিব, চন্দল অনেক অনুসন্ধান করিয়া এমন দেশের বাদসাহের পরম সুন্দরী তিন কন্যা ছিল, ইহা শুনিয়া তাহার নিকটে গিয়া বিবাহের কথা স্থির করিয়া ফরেদুঁকে আসিয়া জানাইল, ফরেদুঁ তিন পুত্রকে ঐ চন্দলের সহিত উক্ত স্থানে বিবাহ করিতে পাঠাইলেন, তাহারা বিবাহ করিয়া আইল ॥

ফরেদুঁ তিন পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেওনের বিবরণ ॥

ফরেদুঁ আপনার রাজ্য তিন অংশ করিয়া তিন পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিলেন। রোমদেশ ও খাওর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছলমকে ॥ তুরান দেশ ও চিন দেশ দ্বিতীয় পুত্র তুরকে আর ইরান দেশ কনিষ্ঠ পুত্র এরচকে দিলেন, পরে আপন আপন কৃতাংশ রাজ্যে তাহারদিগকে বিদায় করিলেন, আর২ দেশ

হইতে ইরান ধনাঢ্য ও আবাদ ও নানা প্রকারে সুন্দর, এ জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র ছলম আপন অংশে সম্মত না হইয়া মধ্যম ভ্রাতা তূর কে পত্র লিখিয়া দূতদ্বারা পাঠাইল, যে আবাদ ও ধনি পৈত্রিক রাজধানী ইরানদেশ তাহা পিতা আমারদিগের কনিষ্ঠভ্রাতা এরচকে দিলেন ও আর২ যে সকল দেশ মরুভূমি ও পর্ব্বত বন জঙ্গল ও সর্ব্বদা ভয় ও যুদ্ধবিগ্রহ সেই সকল দেশ আমারদিগকে দিয়াছেন, আমি এ অংশে কোনমতে সম্মত নহি। তোমার কি মত তাহা লিখিবা, তূরের নিকট এই পত্র পৌছিলে সে পাঠ করিয়া হর্ষ হইয়া দূতকে কহিল যে আমরা দুই জন একত্র হইয়া এরচকে নষ্ট করিব কিন্তু একথা পিতাকে প্রথম জ্ঞাত করা উচিত, যদি যথার্থ অংশ করিয়া দেন, ছলমকে এই রূপ পত্র লিখিল যে এই সকল কথা লিখিয়া এই দূতকে পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেও, আমারদিগের মানস পিতা জ্ঞাত হইয়া যেমত বিবেচনা করেন সেই মত করা যাইবেক, ছলম তূরের প্রতি উত্তর লিপি পাইয়া সেই দূতকে ফরেদুঁর নিকট ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিয়া পাঠাইল, দূত ফরেদুঁর নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পুত্রেরা কেমন আছেন, দূত আপনার ও তাহার দিগের প্রণাম জানাইয়া কহিল যে বাদসাহের আশীর্ব্বাদে সকলে স্বচ্ছন্দে আছেন, পরে দূত কহিল হে বাদসাহ আমি তাঁহারদিগের নিকট হইতে কোন সংবাদ আনিয়াছি আপনার বিনা আজ্ঞাতে আমি কহিতে অশক্ত যদি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন তবে নিবেদন করি। ফরেদুঁ কহিল দূতের অপরাধ নাই তোমাকে তাঁহারা যেমত আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা নিবেদন করহ, তখন দূত পূর্ব্বোক্ত কথা সকল বিস্তারিত করিয়া কহিল তাহা শুনিয়া ফরেদুঁ ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে কহিতে লাগিলেন যে আমি তাহারদিগকে আপন রাজ্য অংশ

করিয়া দিয়াছি তাহারদিগের পক্ষে মন্দ করি নাই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং রাজ্য বাঞ্ছাও ত্যাগ করিয়াছি তোমার দিগের হিতোপদেশ কহিতেছি যে আপনং কৃতাংশে সম্মত হইয়া তিন সহোদরে হৃদ্যতা করহ। দূত ইহা শুনিয়া বিদায় হইয়া গেল, ফরেদঁ এরচকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমার জ্যেষ্ঠ দুই ভাই ঐক্য হইয়া সৈন্য লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করত তোমাকে নষ্ট করিয়া তোমার অংশ লইবেন দূতের কথায় বোধ হইল, তোমার পরিবর্ত্তে যদি আমি গমন করি তবে আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করিবেন, তুমি কি বিবেচনা কর? এরচ কহিল বাদসাহ যে মত আজ্ঞা করিবেন তাহাতে আমি স্বীকৃত আছি, ফরেদুঁ কহিল তাহার এক জনার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতে পার না এখন দুই জন একত্র হইয়াছে আর আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি কেবল ভজনা করিতে পারি। সৎ পরামর্শ তাহার দিগের সহিত তোমার সন্ধি করা উচিত, অথবা আপন অংশ তাহাদিগকে সমর্পণ করহ। এরচ তাহাতে সম্মত হইয়া কহিল আমি তাহারদিগের নিকটে গিয়া রাজ্য ও তক্ত উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক তাহারদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিব। ফরেদুঁ ইহা শুনিয়া কহিল তবে আমি পত্র লিখি তৎ পত্রের বিবরণ এই যে তোমার দিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমার দিগের নিকটে যাইতেছে ইহার মানস আপনার অংশ তোমারদিগের সমর্পণ করিয়া তোমারদিগের আজ্ঞাবর্ত্তি থাকে, তোমরা জ্যেষ্ঠ তোমারদিগের উচিত যে মনে হইতে শত্রুতা দূর করিয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুগ্রহ ও স্নেহ করিবা, পরে শিরোনামা লিখিয়া আপন নামের চিহ্ন তাহাতে দিয়া এরচকে বিদায় করিলেন, এরচ কতিপয় মনুষ্যকে সঙ্গে করিয়া গমন করিলেন॥

এরচের তোরক স্থানে ছলম ও তুরের নিকট গমন ও তথায় শিরোচ্ছেদ হওনের বিবরণ ॥

ছলম ও তুর উভয়ে একত্র হইয়া সৈন্য প্রস্তুত ও যুদ্ধের আয়োজন করিয়া ইরানে এরচের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবার মানসে ছিলেন, এই সময়ে ফরেদুঁর পত্র লইয়া এরচ আসিয়া পৌছিল, ইহা শুনিয়া দুই ভ্রাতা নগর হইতে কতক দূর অগ্রসর হইয়া পিতার পত্র এরচের নিকট হইতে লইয়া জ্ঞাত হইয়া এরচের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া রাখিলেন, এরচ পরম সুন্দর এবং অল্প বয়স ছলম ও তুরের সেনা ও সভাস্থ ও প্রজাবর্গ এরচকে দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল যে এই ব্যক্তি বাদসাহের উপযুক্ত, পরে এরচ আপন ভ্রাতাদিগের নিকটে হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন বাসস্থানে গেল, তৎসময়ে সভাস্থ অনেক প্রধান লোক ও সেনাপতি গণ তাহার সঙ্গে গমন করিল। ছলম ও তুরের সভাস্থ এক ব্যক্তি এই কথা জানাইল যে তোমারদিগের সকল সেনা এরচের বাধ্য হইয়াছে। এবং তাহাকে বাদসাহ করিবে এমত মানস করিয়াছে, ছলম ও তুরের হিংসাগ্নি এরচের আসাতে স্নেহজলে প্রায় নির্ব্বাণ হইয়াছিল কিন্তু এই সকল লোকের এরচের প্রতি অধিক স্নেহ দেখিয়া সেই হিংসাগ্নি প্রবল হইয়া উঠিল তখন ছলম ও তুর দুই ভ্রাতায় কহিল যে এরচ থাকিলে আমারদিগের বাদসাহি কোনমতে থাকিবেক না ইহাকে নষ্ট না করিলে আমারদিগের ধন ও রাজ্য ও প্রাণ সকলই যাইবে, সভাস্থ সকলও সেনাপতি গণ আমারদিগের বিনা অনুমতিতে তাহার নিকটে সর্ব্বদা

যাইতেছে, হে তূর! শীঘ্র ইহাকে নষ্ট করহ। ছলম তূরকে নষ্ট করিতে কহিল তাহার কারণ এই যে এরচ তূরের বাটীতে আসিয়াছিল তূর তাহা স্বীকার করিল। পরদিবস এরচ তূরের নিকটে আইলে তূর তাহাকে কহিল তুই ইরানের তক্তে বসিয়া বাদসাহি করিতে কেন স্বীকার করিলি, আমরা জ্যেষ্ঠ হইয়া বন ও পর্ব্বত ও শত্রুবেষ্টিত দেশ লইয়া সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া তোর অধীন থাকিব, আর কনিষ্ঠ তুই পৈতৃক নিষ্কণ্টক ইরানের রাজ্যের বাদসাহি করিবি, পিতা বৃদ্ধ হইয়া তোর স্নেহে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেন, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য দিলেন, তুই আমারদিগের সম্মান না রাখিয়া সেই অংশ কেন গ্রহণ করিলি এরচ এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হে ভ্রাতঃ আমি এমত প্রার্থনা কখন করি নাই পিতা অংশ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা লও আমি তোমারদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমারদিগের নিকট অধীন হইয়া থাকিলাম, এরচ এই রূপ বিস্তর মিনতি করিতে লাগিল কিন্তু তূর তাহা না শুনিয়া ক্রমে আরো ক্রোধ যুক্ত হইয়া যে স্বর্ণ নির্ম্মিত চৌকিতে বসিয়াছিল তাহা হইতে উঠিয়া সেই চৌকি লইয়া এরচের মস্তকে মারিল। পরে এরচের হস্তপদ বন্ধন করিল তখন এরচ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কহিল যে পরমেশ্বরকে ও বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ করিয়া আমাকে নষ্ট করিও না রক্ষা করহ, বিশেষতঃ তোমাদিগের শরণাগত হইয়া আশ্রয় লইয়াছি, শরণাগত ও আশ্রিতকে নষ্ট করিলে ঈশ্বর অবশ্যই তাহার প্রতিফল দিবেন। এরচের এই করুণাবাক্য কোন মতে কর্ণে স্থান না দিয়া এক সুতীক্ষ্ন অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ এরচের মস্তক ছেদন করিল, এবং সেই ছিন্ন মস্তক এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া মৃগনাভি দ্বারা ঢাকিয়া

সিন্দুক বন্ধ করিয়া ফরেদূঁর নিকটে কহিয়া পাঠাইল যে এখন এরচের মস্তকে যেমন রাজ মুকুট দিয়া সুসজ্জিভূত করিতে বাঞ্ছা থাকে তাহা করহ, এখানে ফরেদূঁ এরচের নিমিত্ত ফিরোজার এক তক্ত ও নানা বিধ রত্নের নির্ম্মিত এক মুকুট প্রস্তুত করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এই সময়ে এরচের সমভিব্যাহারির মধ্যে এক জন আসিয়া কান্দিয়া কহিল যে ছলম ও তুর একত্র হইয়া এরচের মস্তক ছেদন করিয়াছে, এই অশুভ বাক্য শ্রুতমাত্র ফরেদূঁ তক্ত হইতে অধৈর্য্য হইয়া ভূমে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। এবং সভাস্থ সকলেও রোদন করিতে লাগিল, কিঞ্চিদ্বিলম্বে সম্বিত পাইয়া আপনি ও সভাস্থ সকলে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিলেন, আর নানা বিধ বাদ্য যন্ত্র পতাকাদি এরচের সঙ্গে গিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ও ছিঁড়িয়া ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন। ফরেদূঁ তদবধি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরিধান করেন নাই, পরন্তু এরচের পুষ্পোদ্যানে ঐ মৃত পুত্রের গোর দিলেন, এবং ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বদা রোদন করিতে লাগিলেন, আর সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতেন যে হে ঈশ্বর! আমাকে কিছু দিন জীবদ্দশায় রাখ এবং এরচের বংশ হইতে এমত এক সন্তান দেও যে তাহার পিতৃশত্রু গণকে নষ্ট করে।

এরচের অন্তঃপুরে বেগমদিগের গর্ভ অনুসন্ধানের বিবরণ ॥

কিছু দিন পরে ফরেদূঁ এরচের অন্তঃপুরে গমন করিয়া বেগমদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা কেহ গর্ভবতী হইয়াছ কি না? তাহারা কহিল যে মাহ আফরিদ নামে বেগম এরচ হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছে, ফরেদূঁ ইহা

শুনিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে এক পুত্রসন্তান হইয়া আপন পিতৃ শত্রু গণকে নিপাত করুক, কিয়দ্দিবস পরে ঈশ্বর ইচ্ছায় মাহ আফরিদ বেগম এক কন্যা প্রসব হইল যখন ঐ কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইল তখন ফরেদুঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পসঙ্গ নামে এক জন ছিল তাহার সঙ্গে বিবাহ দিল।

মনুচেহরের জন্ম ও বাদসাই ॥

কিছু দিন পরে তাহার এক পুত্র হইল তাহার নাম মনুচেহর সাহরাখিলেন তাহাকে দেখিয়া ফরেদুঁর এমত আহ্লাদ হইল যেমত এরচকে পুনরায় পাইলেন। ক্রমে তাহাকে বিদ্যাভ্যাস ও রাজ নীতি ও যুদ্ধ শিক্ষা করাইল, যখন ঐ মনুচেহর যুবক হইল তখন রাজ্যাভিষেক করিয়া তক্তে বসাইয়া আপনি বাদসাহি তাজ তাহার মস্তকে দিয়া মন্ত্রিবর্গ ও সেনাপতিদিগকে কহিলেন মনুচেহর তোমারদিগের বাদসাহ, তোমরা ইহারি আজ্ঞাবহ ও অধীন হইয়া কর্ম্ম করহ, সকলেই ফরেদুঁর আজ্ঞা শিরধার্য্য করিয়া স্বীকার করিল। তদনন্তর ফরেদুঁ কহিলেন যে তুমি আপন মাতামহর বধের পরিবর্ত্তে তাহার শত্রুদিগের নিকটে লও, ইহা কহিয়া ফরেদুঁ আপন ভাণ্ডার হইতে সেনাদিগকে বহু ধন দিলেন, এবং নূতন সেনা অনেক রাখিলেন আর আপনরাজ্যে যত প্রধান ও বলবান্ লোক ছিল সকলকে ডাকাইয়া যুদ্ধে সহায় হইতে কহিলেন। ছলম ও তুর শুনিল যে এরচের সন্তানকে ফরেদুঁ তক্তে বাদসাহ করিয়া বসাইয়া অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে ইহাতে তাহারা অতি ভীত হইয়া দুই ভ্রাতা পরামর্শ করিলেন যে এক জন দূত কিছু রাজভেট যোগ্য দ্রব্য লইয়া ফরেদুঁর নিকটে

গিয়া জ্ঞাতকরে যে আমরা রাগান্ধ হইয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি আর দৈব ঘটনা এই ছিল আপনি পিতা আমরা সন্তান আমারদিগের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন যদ্যপি আমারদিগের উৎকট অপরাধ বটে কিন্তু আপনি পিতা সন্তানের অপরাধ অবশ্য ক্ষমা করিতে হইবেক। এইমত কহিয়া ফরেদুঁর নিকটে এক দূত পাঠাইলেন দূত তথায় পৌছিয়া বাদসাহকে প্রণাম করিয়া ঐ ভেটদ্রব্য রাখিল, বাদসাহ তাহাকে এক চৌকিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, আর মনুচেহরকে কহিলেন যে তোমার শত্রুগণ ভীত হইয়া ভেট পাঠাইয়াছে এ তোমার সুমঙ্গল শুভদায়ক হইল। পরে দূত ছলম ও তুরের স্তুতি ও মিনতির যে সকল কথা তাঁহারা কহিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা নিবেদন করিল, আর কহিল তাহারদিগের অপরাধ মার্জনা করিয়া মনুচেহরকে তথায় পাঠাইলে তাঁহারা আপনার আজ্ঞাকারি হইয়া মনুচেহরের অধীন থাকেন। ফরেদুঁ এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া দূতকে কহিলেন তোমার প্রমুখাৎ তাহারদিগের কথা শুনিলাম ইহার উত্তর যেমত কহি তাহা সেই দুই পাপিষ্ঠ নির্দ্দয়কে গিয়া কহ যে এখন মনুচেহরের উপর তাহারদিগের অত্যন্ত স্নেহ হইয়াছে, এরচ তাহারদিগের কনিষ্ঠ সহোদর তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল তাহার মস্তক কি অপরাধে তাহারা ছেদন করিল, আরবার আমি মনুচেহরকে তাহারদিগের নিকটে কি প্রকার পাঠাই যদি পুনরায় এরচের ন্যায় ইহার মস্তক ছেদন করে। ভাল তাহারা মনুচেহরকে দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছে মনুচেহর আপনি অতিশীঘ্র সেনা সঙ্গে লইয়া তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে, এই কথা দুই পাপিষ্ঠকে কহিবা? পরে প্রধান সেনাপতি ও যোদ্ধাদিগের (কাওয়া) তাহার পুত্র

সাপুর, সেরোষযা, কারণ, নরিমান, ছান, করসাস্প, কস্তো-য়াদ, গোদরজ, গেও প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া ঐ দূতকে দেখাইয়া কহিলেন ইহারদিগের সঙ্গে মনুচেহরকে রণস্থলে অবিলম্বে দেখিতে পাইবে, ইহা কহিয়া পরে দূতকে কহিলেন এরচের প্রাণের ও মস্তকের পরিবর্ত্তে আমি এই ধন ও রত্ন সেই দুই দুর্ভাগ্যদিগের নিকট হইতে কিগ্রহণ করিব? তুমি এসকল ফিরিয়া লইয়া যাও এরচের রক্তে যে বৃক্ষ জন্মিয়াছে তাহার ফল অতিশীঘ্র পাইবেক, দূত ফরেদুঁর এই সকল বাক্য শুনিয়া ভীত হইয়া প্রস্থান করিল। ছলম ও তুর একত্র বসিয়াছিলেন এই সময়ে দূত আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে কহিল, ছলম ও তুর ইহা শুনিয়া বড় ভীত হইয়া ছলম তুরকে কহিল যে মনুচেহর আমারদিগের প্রতি আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আমরা তাহার উপর আক্রমণ করি, যেহেতু এখানে সে আইলে আমরা সশঙ্কিত থাকিব, আর আমরা সেখানে আক্রমণ করিলে সে ভীত হইবেক অতএব আর বিলম্ব করা উচিত নহে। পরে আপন২ দেশ হইতে সেনা সকলকে আনাইয়া ইরানে মনুচে-হরের প্রতি আক্রমণ করিলেন ফরেদুঁ ইহা শুনিয়া কহিল যে উত্তম হইয়াছে যে ইহারা আপনা হইতেই আসিয়াছে, যেমন যে মৃগের মৃত্যু উপস্থিত হয় সে আপনি ব্যাধের গৃহে আইসে ইহাও সেইরূপ জানিবা। যখন ছলম ও তুর সসৈন্যে ইরানের নিকটে পৌছিল তখন ফরেদূঁ সেনাপতিগণকে কহি-লেন তোমরা ধৈর্য্য হও পেসদস্তি অর্থাৎ তোমরা প্রথমে আঘাত করিবা না, যখন তাহারা নগরের সন্নিকটে আইল তখন মনু-চেহর ফরেদুঁর নিকট যুদ্ধের অনুমতি চাহিলেন।

মনুচেহর তুর ও ছলমের যুদ্ধে গমন।

করেদুঁ প্রধান সেনাপতি ও সেনাদিগকে ডাকাইয়া যে যে দিগের সৈন্যাধক্ষ ও যেরূপ যুদ্ধ করিবেক তাহা পরামর্শ দিয়া মনুচেহরকে যুদ্ধে পাঠাইলেন, এবং আপনার জয়যুক্ত যে কাবিয়ানি নিশান ছিল তাহা অগ্রে করিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তিনলক্ষ সেনা তীর ধনুক তলয়ার গদা ইত্যাদি নানা অস্ত্র লইয়া রণবাদ্য বাজাইতেং মনুচেহর বাহির হইয়া যেখানে ছলম ও তূর শিবির করিয়া রহিয়াছিল তাহার দুই ক্রোশ ব্যবধানে মনুচেহর শিবির করিয়া থাকিলেন, এবং আপনার সেনার চতুর্দ্দিগে রক্ষক রাখিলেন যেমন বিপক্ষগণ কোনমতে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। তুর ইহা শুনিয়া তাহার নিকটে আসিয়া কোবাদ নামে এক সেনাপতির চৌকি সেই দিগে ছিল তাহাকে ডাকিয়া কহিল এই নূতন বাদসাহ যাহার পিতার নাম কেহ জ্ঞাত নহে তাহাকে গিয়া বল আমারদিগের এক জনের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ করা সুকঠিন আমরা দুই জন আসিয়াছি সে কি করিবে? কোবাদ কহিল তুমি ক্ষণেক স্থির হও তোমার এই কথা আমারদিগের বাদসাহকে জানাইলে যাহা কহিবেন তাহা শীঘ্র আসিয়া তোমাকে কহিব, কিন্তু তোমরা অতি কুকর্ম্ম করিয়াছ তোমারদিগের নিকটে এরচ গিয়া শরণাগত হইয়াছিল তাহাকে তোমরা নষ্ট করিয়াছ ইহাতে ইহলোক ও পরলোকে মন্দ হইবেক। আর রণস্থলে আমরা যুদ্ধে হত হইলে সকলে প্রশংসা করিবে, এবং পরে স্বর্গলাভ হইবে। তুর এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া আপন শিবিরে গমন করিল, কোবাদ আসিয়া মনুচেহরকে সকল সম্বাদ জানাইল সে রাত্রি উভয় সৈন্য সতর্ক থাকিয়া রাত্রি

প্রভাত করিলেন, প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া উভয়ের অনেক সেনা নষ্ট হইল, তাহাতে সেই রণক্ষেত্রে রক্তের শ্রোতবহিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ স্থকিত হইয়া উভয় পক্ষের সৈন্যের রক্ষক বসিল, সন্ধ্যার পর ছলম ও তুর একত্র বসিয়া পরামর্শ করিল যে অদ্য যুদ্ধে মনুচেহরের সেনাগণ প্রবল হইয়াছে কি জানি যদি কল্য আরো প্রবল হয়, অতএব আমার মত এই যে রাত্রে যখন বিপক্ষ গণ নিদ্রিত হইবে তখন আমরা তাহারদিগের উপর পড়িয়া সকলকে নষ্ট করি, জাসুসেরা তৎ-ক্ষণাৎ আসিয়া এই সম্বাদ মনুচেহরকে জানাইল মনুচেহর শুনিয়া কারণ নামে সেনাপতিকে ডাকিয়া সমস্ত বিবরণ কহি-য়া কহিল তুমি সমস্ত সেনা লইয়া অতি সাবধানে থাকহ, আমি ত্রিশসহস্র সেনা লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে থাকি সেইরূপ করিল, যখন অধিক রাত্রি এবং অন্ধকার হইল তখন তুর একলক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে মনুচেহরের সেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল, ইহারা পূর্ব্ব সম্বাদ পাইয়া সতর্ক ছিল যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল, এবং মনুচেহর এই যুদ্ধের সমাচার পাইয়া আপন সেনা লইয়া তুরের পৃষ্ঠদেশে আসিয়া তুরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন তুর কাতর হইয়া পলাইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে মনুচেহর তুরের পৃষ্ঠদেশে এক বর্শা আঘাত করিয়া তাহাকে ঘোটক হইতে উঠাইয়া ভূমে পতিত করিয়া তাহার শিরছেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ ফরেদুঁর নিকটে পাঠাইল আর আপনি ছলমের পশ্চাৎ ধাবমান হইল ছলম মনুচেহর তুরকে যেরূপ করিয়া নষ্ট করে তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া নিকটস্থ এক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল, কিন্তু মনুচেহর তাহার পশ্চাৎগামি হইয়া সেই স্থান সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত করিলেন। ছলমের এক সেনাপতি কাকোয় নামে

ছিল সে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মনুচেহরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল, মনুচেহরের কটীবন্দে কাকোয় এক বরাছিমারিল কিন্তু তাহাতে কটিবন্দভেদহইলনা, পরে মনুচেহর তাহার কটিরবন্দধরিয়া বলপ্রকাশকরিয়া অশ্বহইতে ভূমে ফেলিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল, ইহা দেখিয়া আর কেহ যুদ্ধে আইলনা মনুচেহর সেইদুর্গ বেষ্টন করিয়া কয়েক দিবস থাকিয়া একদিন ছলমকে কহিয়া পাঠাইলেন যে বাহির হইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করহ যদি আমাকে জয় করিতে পার তবে পৃথিবীর বাদসাহ হইবে, আর যদি যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ কর সর্গ লাভ হইবে স্ত্রিলোকের ন্যায় লুকাইয়া থাকায় কেবল দুর্নাম ছলম এই বাক্যে ঘৃনাযুক্ত হইয়া বাহির হইয়া মনুচেহরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল ঃ মনুচেহর অতি শীঘ্র এক তলওয়ার তাহাকে মারিলেন তাহাতে তাহার মস্তক দুই খণ্ড হইয়া ভূমে পড়িল তাহা দেখিয়া তাহার সেনাপতি ও প্রাধন সৈন্যাধক্ষ সকলে আসিয়া মনুচেহরের শরণাগত হইয়া উপঢৌকন দিলেন মনুচেহর যুদ্ধে জয়ি হইয়া ফরেদুঁর নিকট আইলেন ফরেদুঁ অগ্রসার হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া মনুচেহরকে ক্রোড়ে লইয়া শিরে চুম্বন করিলেন, আর মনুচেহর ফরেদুঁর পদধুলি লইয়া প্রণাম করিল পরে দুইজনে একত্রে তক্তে বসিয়া নৃত্যগীত ও মাঙ্গলিক কর্ম্ম করিতে অনুমতি করিলেন ঃ কিছুদিন পরে ছামের হাতে মনুচেহরকে সমর্পণ করিয়া ফরেদুঁ চিরস্থানে প্রস্থান করিলেন জমসেদের বংশোদ্ভব ওর্ম্মাতনের পুত্র ফরেদুঁ পাচ সত বৎসর বাদসাহি করিয়া লোকান্তর হইলেন ॥

॥ ৬ ॥

মনুচেহর বাদসাহর বাদসাহির বিবরণ ॥

মনুচেহর বাদসাহ বাদসাহি তক্তে বসিয়া ফরেদুঁর ন্যায় বিচার ও দান ও প্রজাগনকে স্নেহ পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন রাজ কর্ম্মের ভার বিসেষ রূপে ছামকে অর্পণ করিলেন; তদনন্তর আপনি ঈশ্বরের আরাধনার পথ প্রদর্শক হইয়া তাবত লোককে সিক্ষ্যা করাইতে লাগিলেন কিছুদিনপরে ছামের এক পুত্র হইল ॥

জালের জন্ম ও ছিমোরগ দ্বারা প্রতিপালন হইবার বিবরণ

ঐ পুত্রের মস্তকের কেশ সমুদয় শ্বেতবর্ণ এনিমিত্ত্য সপ্তাহ পর্য্যন্তছামকে কেহ জানাইতে পারিলনা তাহার পর এক প্রাচীনা ধাত্রী ছামের নিকট আসিয়া কহিল যে পরমেশ্বর তোমাকে এক আশ্চর্য্য সন্তান দিয়াছেন কেবল তাহার মস্তকের কেশ শ্বেত বর্ণ, ছাম পুত্রকে দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন ছামের স্ত্রী ঐ বালকের নাম জাল রাখিল (জাল সব্দর অর্থ বৃদ্ধ) ছামের বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলে কহিল তোমারঅতি কুলক্ষনযুক্ত পুত্র জন্মিয়াছে এপুত্রকেরাখিলে তোমার বিপদ ঘটাবে ইহাকে ত্যাগ করহ; এবং সকল লোকেই উপহাস করিতে লাগিল যে ছামের গৃহে দৈত্যর ন্যায় একসন্তান জন্মিযাছে এইবালক দৈত্যের জন্মিত হইবে ছামেরসন্তান নহে, ছাম ঐ বিকৃতি রূপ পুত্র দেখিয়া আর সকল লোকের উপহাসে ভিত্ত হইয়া আপন ভৃত্ত দিগের আজ্ঞা করিল জে এই বালককে নগরের প্রান্তে আলবোরজ পর্ব্বতে রাখিয়া আইস তখন ঐ সকল ভৃত্তরা সেই দুগ্ধ পোস্য বালককে লইযা আলবোরজ পর্ব্বতে রাখিয়া আইল

ঐ পর্ব্বতোপরি এক ছিমোরগ নামে একবৃহৎ পক্ষির বাস্থা ছিল তাহার দুইটি সাবক হইয়াছিল তাহারদিগের আহার আনিতে ঐ পক্ষ রাজ গিয়াছিল আহারের দ্রব্য লইয়া আসিবার সময়ে উক্ত পর্ব্বতের অধঃস্থানে বালকের রোদন শুনিয়া ঐখানে আসিয়া ঐ বালককে নষ্ট নাকরিয়া জীবন্ত মান ওষ্ঠে করিয়া আপন সাবকের দিগের নিকটে দিলএবং আর২ খাদ্য দ্রব্য যাহা আনিযাছিল তাহাও দিল, পক্ষর সাবকেরা ঐ বালককে নষ্ট নাকরিয়া স্নেহ করিতে লাগিল তাহা দেখিয়া ঐ ছিমোরগ তাহাকে আপন সন্তান দিগের সঙ্গে প্রতিপালন ও স্নেহ করিতে লাগিল কয়েক বৎসর পরে ছিমোরগ এক দিন জালকে পর্ব্বত হইতে নামাইয়া দিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় ঐসময়ে একজন সওদাগর ঐস্থান দিয়া জাইতে ছিল জালকে দেখিয়া আপনার সঙ্গে লইযা গেল, ঐরাত্রে জালের পিতা ছাম স্বপ্ন দেখিল যে একজন অতি প্রাচীন ব্যক্তি কহিতেছে তোমার পুত্র জাল ঈশ্বর ইচ্ছায় জীবদ্দশায আছে; ছামের নিদ্রাভঙ্গ হইরা পুত্রের স্নেহে ব্যাকুল হইয়া আপন অনুচর গণকে জালের অন্বেষন করিতে পাঠাইল তাহার পর রাত্রেপুনরায় ছাম স্বপ্ন দেখিল যে একজন প্রাচান কহিতেছে যদি বালকের মস্তকের কেশ শ্বেতবর্ণ এনিমিত্ত্য ঐ বালক তোমার নিকট দোশী তবে তোমার মস্তকের কেশ শ্বেতবর্ণ হইযাছে তবে তুমি দোশী নাহও কেন আর তাহার স্নেহ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে ফেলিয়া দিয়াছ কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বর তিনি তাহাকে প্রতিপালন করিতেছেন, ছাম এইস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়া আলবোরজ পর্ব্বতে জালের

অনুসন্ধানার্থে গমন করিল, এবং ঈশ্বরের নিকট আপন অপরাধের মার্জনাজন্য অনেক রোদন করিল ছামের ক্রন্দন ধ্বনি ছিমোরগ শুনিয়া ছামের নিকট আইল; ছাম আপন পুত্রের সমাচার ঐ পক্ষরাজকে জিজ্ঞাসা করিল এবং অনেক স্তব করিল ছিমোরগ তথাহইতে উড়িয়া সওদাগরের নিকট গিয়া জালকে আনয়ন করিয়া ছামকে দিল এবং আপনার কয়েকটি পালক জালকে দিয়া কহিল যখন তুমি বিপদগ্রস্ত হইবে তখন এই পালকের একটা অগ্নিতে দগ্ধ করিবা মাত্র তৎক্ষণাত আমি সেই স্থানে গিয়া আপদহইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, এপ্রতিপালিকা কে বিস্মৃত হইবানা, পরে ছিমোরগ ছামকে কহিল তোমার এপুত্ররাজর তুল্য হইবে ছাম জালকে সঙ্গে লইয়া ছিমোরগের নিকট বিদায় হইয়া বাটিতে যাত্রা করিলেন মনুচেহর বাদসাহ এই সম্বাদ পাইয়া আপন পুত্র নৌদর ও সভাস্থ প্রধান লোক সকলকে ছাম ও জালের আগবাড়ান পাঠাইলেন ছাম ও জাল তাহা দিগেরসঙ্গে বাদসাহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল, বাদ সাহ জ্যোতিষবেত্তা দিগের আজ্ঞা করিলেন যে জালের লক্ষনালক্ষন বিচার করহ, তাহারা জালকে দেখিয়া বিচার করিয়া কহিলেন যে এঅতি বলবান্ হইবে ইহার তুল্য বল বান তোমার রাজ্য মধ্যে এপর্যন্ত জন্মে নাই, মনুচেহর এই বাক্য সুনিয়া তুষ্ট হইয়া রত্নালঙ্কার ও নানাপ্রকার অস্ত্র ও ঘোড়া জালকে প্রসাদ করিলেন ও ছামকে জাবল দেশের কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করিলেন, আর ছামের গমন কালীন কহিলেন তুমি কিছুদিন জাবল স্থানে থাকিয়া কর্ণছারান দেশের সুশাসন করিতে জাইবা। পরে ছামও জাল জাবলে

স্থানে আগমন করিয়া পণ্ডিত ও বলবান দিগকে আনয়ন করিয়া জালকে বিদ্যাশিক্ষ্যা ও মল্লবিদ্যা ও অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষ্যা করাইতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল পরে জালেরে কর্ম্মাধক্য জালকে করিয়া, ছাম, বাদসাহের আজ্ঞামত কর্গছারান দেশে শাসন করণার্থে যাত্রা করিলেন জাল সকল বিদ্যা পারদর্শি হইয়া ও রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন কিছুদিন পরে জোকাকের বংশের মেহরাব নামে একজন কাবল দেশের কর্ত্তাছিল রুদাবা নামা তাহার এক কন্যা পরম সুন্দরি ছিল জাল তাহাকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন পরে রুদাবা গর্ব্ভবতী হইল, কিন্তু প্রশব কালিন অতিকষ্ট পাইয়া অচেতন হইল ॥

রোস্তমের জর্ম্ম বিবরণ ॥

তখন জালের ছিমোরগের পালকেরকথা স্মরণহইয়া তাহার একটি পালক দগ্ধ করিল তৎখনাত ছিমোরগ আসিয়া উপস্থিত হইল জাল তাহাকে প্রণাম করিয়া উপস্থিত বিপদ জানাইল তাহাসুনিয়া পক্ষরাজ কহিল এই স্ত্রির গর্ব্ভে যে সন্তান আছে সে মহাবির হইবেক তাহার নাম সুনিয়া ভয়ে ভীত হইয়া অনেক বিরের ও দৈত্য ও সিংহ ব্যাঘ্রাদির প্রাণ ত্যাগ ও অজ্ঞ্যান হইবেক। এসন্তান অতি বৃহদকার হইয়াছে এইস্ত্রির গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া বাহির করহ জাল কহিল এমত উপায়কর যে কেহ নষ্ট নাহয়, পক্ষরাজ ইহা শুনিয়া উড়িয়া গেল কিঞ্চিৎ কাল পরে কথকগুলি বৃক্ষমুল আনিয়া দিয়া কহিল ঐ স্ত্রিলোককে মদিরা পান করাইয়া অজ্ঞান করিয়া উদর বিদীর্ণ করত সন্তান বাহির করিয়া এই

সকল মূল পেশন করিয়া উহার উদরোপরি প্রলেপ করিয়া দিবা তৎক্ষনাত পূর্ব্বমত হইবেক। তখন জাল পক্ষ রাজের উপদেশ মত সন্তান বাহির করিয়া ঐ ঔষধ প্রদান মাত্রেই আরোগ্য হইল, তখন বালক দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল তাহার নাম রোস্তম রাখিল, জাল ঐ বালকের প্রতিমূর্ত্তি লেখাইয়া করগছারান দেশে জালের পিতা ছামের নিকট পাঠাইল, এবং মেহরাবের নিকটে রোস্তমের জন্ম বিবরণ লিখিয়া সওগাত সমেত পাঠাইলেন রোস্তমকে সাত জন স্ত্রিলোকে স্তন্য দুগ্ধ পান করাইত তদ্ভিন্ন্য গো মহি যাদি পশু দুগ্ধ পান করিত, যখন দুগ্ধ ভিন্ন অন্য ২ দ্রব্য আহার করিতে সিখিল তখন প্রত্যহ পাঁচ টা ছাগ খাইত ঐ দুগ্ধ পোস্য বালকের আহার দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল কিছুদিন পরে ছাম রোস্তমকে দেখিবার নিমিত্ত্য জাবলে আইল, এবং মেহরাব কাবলের অধিপতি ছামের আগমনের সম্বাদ শ্রবণ করিয়া জাবল স্থানে যাত্রা করিলেন। জালের বাটীতে পৌছিয়া রোস্তম কে দেখিল ইতোমধ্যে ছামের আগমন সংবাদ দিল তাহা শুনিয়া জাল ও মেহরাব ছাম কে আনিতে চলিলেন রোস্তম কেও বেশভূষা পরাইয়া হস্তি আরোহনে আপনার দিগের সঙ্গে, লইয়া চলিলেন, যখন উভয়ে সাক্ষ্যাত হইল তখন জাল ও মেহরাব অশ্ব হইতে নামিলেন এবং রোস্তম হস্তি হইতে নামিতেছিল তাহাকে ছাম বারণ করিল পরে সকলে একত্র হইয়া বাটীতে আসিয়া তক্তে ছাম বসিলেন দক্ষিণপার্শে মেহরাব বামভাগে জাল সমুখে রোস্তম কে বসাইয়া শিরচুম্বন করিয়া সকলে আহ্লাদে

মগ্ন হইয়া কয়েক দিবশ আছেন ইতোমধ্যে করগছারানে যে সকল সনা ও কন্দ্যাক্ষ ছাম রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহার দিগের উপর সত্রুরেরা আক্রমন করিতে উদ্যত হই য়াছে এই সংবাদ লইয়া এক জন ধাবক পৌছিল ; ছাম এই সংবাদ শুনিয়া সকলের নিকট বিদায় হইয়া করগছারান দেশে যাত্রা করিলেন জাল ও রোস্তম ছয়স্থানে থাকিলেন মেহরার কাবলে গেলেন জাবল দেশের রাজধানী যে স্থানে তাহার নাম ছয়স্তান) সেইখানে জালদিগের বসত বাটি ছিল ঐ ছয়স্তানে মনুচেহর বাদসাহার এক বৃহৎ শ্বেতহস্তি থাকিত দৈবাত একরাত্রে ঐ হস্তি বন্ধনছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া লোকের দিগের তাড়া করিতেছে গৃহদ্বার এবং তার বৃক্ষাদি ভগ্ন করিতেছে ইহাতে সকল লোক শশঙ্কিত হইয়া কলরব করিতেছে ইহা শুনিয়া জালের বাটির দ্বার পালেরা দ্বার বন্ধ করিল ঐ কলরবে রোস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যেসকলব্যক্তি সেখানে ছিল তাহাদিগের জিজ্ঞাসা করিল যে কিজন্য গোলযোগ হইতেছে তাহারা কহিল বাদ সাহার শ্বেত হস্তি রজ্জু ছিড়িয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া লোক সকলকে তাড়া করিতেছে ॥

রোস্তম বাল্যাবস্থায় হস্তিবধ করিবার বিবরণ

এইকথা শুনিয়া তাহার পিতামহের এক লৌহ গদা লইয়া বাহিরে আসিয়া দ্বার খুলিতে কহিল, দ্বারপালেরা কহিল হস্তি ক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহে অন্ধকার রাত্র আর তুমি বালক এইমত রোস্তম কে অনেক বুঝাইল তাহা না শুনিয়া পুনর্ব্বার কহিল শীঘ্র দ্বার মোচন কর কিন্তু দ্বার

পালোয়ান এবাক্যশুনিলেন। তখন আপনিদ্বারমুক্ত করিতে উদ্যত হইল তাহা দৃষ্টকরিয়া তাহারা রোস্তমকে বারণ করিতে উদ্যত হইল রোস্তম রাগত হইয়া তাহার একজনকে এক মুষ্টিঘাত করিল তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়া আর ২ সকলে পলায়ন করিল, তখন রোস্তম দ্বারের চাবী ভাঙ্গিয়া বাহিরে গিয়া হস্তিরপশ্চাতে চিৎকার করিতে ২ গমন করিল তখন হস্তি সম্মুখ হইয়া রোস্তমের প্রতি আক্রমণার্থে ধাববাণ হইল, রোস্তম সেই গদা তুলিয়া হস্তির মস্তকে প্রহার করিল তাহাতে ঐ পর্বতাকার বারণ ভূমে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল রোস্তম হস্তি বধ করিয়া গৃহে আইলে জাল এইসকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঈশ্বরের স্তব ও প্রণাম ও ধন্যবাদ করিলেন। পরে রোস্তমকে ক্রোড়েলইয়া শির চুম্বন করিলেন এবং জাল তখন আপন মনে বিচার করিল যে আমার পিতামহ নরিমানের বধের প্রতিফল রোস্তম দিতে পারিবেক ॥

নরিমানের মৃত্যুর বিবরণ

মনুচেহ্র নরিমানকে অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে ছপন্দ পর্বতে এক ক্ষুদ্র বাদসাহছিল সেই বাদসাহরসহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। নরিমান সেই পর্বতীয় দুর্গ মধ্যে প্রবেশের পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ঐ দুর্গস্থ লোক তাহা জানিতে পারিয়া তৎস্থান হইতে একখান বৃহদপাষান উপর হইতে গড়াইয়া ফেলিল সেই বৃহৎপাষাণ নরিমানের উপর পড়িল তাহাতে নরিমানের মৃত্যু হইল। তৎপরে তাহার পুত্র ছাম সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ ছপন্দ পর্বতে যুদ্ধকরিতে গিয়া

তিনবৎসর ঐ দুর্গ বেষ্টন করিয়া ছিল কিন্তু কেল্লাঘেরিয়া থাকিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে নাপারিয়া ফিরিয়া আইলেন। জালএই সকল বৃত্তান্ত রোস্তমকে জ্ঞাত করিয়া অনেক সৈন্য দিয়া ছপন্দ পর্ব্বতে রোস্তমকে পাঠাইলেন, জালের পিতা ছাম কর্গছারনদেশেছিল তাহাকে ও এই বৃত্তান্ত লিখিলেন, ছাম এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে রোস্তম বালক কখন যুদ্ধ করেনাই কি জানি কিঘটে এই মনে চিন্তা করিয়া আপন সৈন্য লইয়া রোস্তমের সহায়ার্থে তথায় আসিয়া ঐ দুর্গ বেষ্টন করত কিয়ৎকাল থাকিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশের কোন উপায় নাদেখিয়া নিরাসা হইয়া রোস্তমকে বাটীতে বিদায় করিয়া ছাম কর্গছারন দেশে গেলেন। ইহারা ঐ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর্ব্বতের বাদসাহ পূর্ব্বমত দুর্গস্থ দ্বার মুক্ত করিয়া গতায়াত ও ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল, জাল এই সংবাদ শুনিয়া রোস্তমকে কহিল যে তুমি ছদ্ম বাণিজ্য কারি বেশ ধারণ করিয়া গমন করিলে দুর্গমধ্যে অনায়াশে প্রবেশ করিতেপারিবা, তথায় প্রবেশ হইলে অনেক উপায় করিতে পারিবা।

রোস্তম ছপন্দ পর্ব্বতে সওদাগর বেশে গমন করিয়া পর্ব্বত দখল করিবার বিবরণ॥

রোস্তম ইহা শুনিয়া সম্মত হইয়া যে স্থানে লবন অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মুল্য জানিয়া কয়েকটা উষ্ঠে লবন বোঝাইকরিয়া কয়েকজন বলবান ব্যক্তি ও আপনি সওদাগরের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জা লুক্কাইত করিয়া

ছপন্দ পর্ব্বতে যাত্রা করিল ; কএক দিনপরে দুর্গদ্বারে উপ
স্থিত হইলেন তথাকার রক্ষকেরা বাদশাহকে জ্ঞাত করিল যে
একজন বানিজ্যকারি লবন বিক্রয় করিতে আসিয়াছে , বাদ
সাহ ইহা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া ঐ বানিজ্যকারি দিগকে
দুর্গমধ্যে আনিতে আজ্ঞা করিলেন । রোস্তম দুর্গমধ্যে আসি
য়া একস্থানে বাসা করিলেন পরে লবনের ব্যাপারি আসি
য়াছে এই জনরব হওয়াতে আবালবৃদ্ধ বনিতা লবন ক্রয় ক
রিতে আইল , সমস্ত দিবস রোস্তমের অনুচরেরা লবনবিক্রয়
করিয়া সন্ধ্যার পর রোস্তম মল্লগণকে লইয়া যুদ্ধের বেশ
ধারণকরিয়া অস্ত্রশস্ত্রলইয়া দুর্গস্থমনুস্যদিগরপ্রতিঅত্যাচার
করিতেআরম্ভ করিল, তথাকাররক্ষক ইহাশুনিয়া কথকগুলীন
লোকসঙ্গেকরিয়া আইল, রোস্তম একগদাঐ রক্ষকের মস্তকে
প্রহার করিল; তাহাতে ঐ রক্ষক তৎক্ষণাত প্রাণত্যাগ করিল
বাদসাহএইসংবাদ শুতমাত্রকতিপয় সৈন্যলইয়া আপনি যুদ্ধ
করিতে প্রবৃত্তহইল । রোস্তমসমস্তরাত্রিদুর্গস্থ লোকের সহিত
যুদ্ধ করিয়া অনেক মনুস্যকে নষ্ট করিয়া তৎপরে বাদসাহকে
বিনাশকরিল তাহা দেখিয়া অবশিষ্ট সেনাও আর ২ লোক
সকলে পলায়ন করিল । পরে রোস্তম সেই বাদসাহার
বাটীতে গিয়ে যতধন ওরত্নাদি তাবৎ করস্থ করিয়া আপন
পিতার নিকটে লিপি প্রেরণ করিলেন , যে ছপন্দ পর্ব্বতস্থ
বাদসাহকে বধ করিয়া উক্তস্থান গ্রহণ করিয়াছি ,
অধুনাআপনি যেমতঅনুমতি করিবেন সেইমত করিব । জাল
এই পত্র পাইয়া অত্যান্ত আহ্লাদিত হইয়া পুত্রকে লিখিলেন
যে সেই দুর্গ ভগ্নকরত সমভূমি করিয়া তথাকারধন ও রত্নাদি
যাহা আনিবার যোগ্য তাহাই লইয়া বাটীতে আসিবা ;

রোস্তমঐমত করিল যখন রোস্তম বাটীতেআইল তখন জাল
অগ্রসর হইয়া রোস্তমকেআলিঙ্গন ও সির চুম্বন করিয়া অ
নেক ধন বিতরণ করিল। রোস্তম যূদ্ধ জয় করিয়া আসিবার
সময়ে আপন পিতামহ ছামকে এই শুভসংবাদ লিখিয়াছিল
পরে বাটীতে পৌছিলে জাল ঐ লূটীত বহুমুল্যরত্নাদি কথক
গুলিন,আর এক পত্র লিখিয়া ছামের নিকট পাঠাইল, ছাম
এই শুভসংবাদ ও ধন প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইল, এবং ইরা
নের সকললোক ইহাশুনিয়া সন্তুষ্টহইয়া ধন্যবাদ ও প্রশংসা
করিল। তখন মনুচেহর বাদসাহর একশত বিংশতি বৎসর
বাদসাহি হইল ঐসময়ে পণ্ডিত ও জৌতিষ বেত্তারা মনূচেহর
বাদসাহাকে জানাইলেন-যে আপনকার নিত্যধামে গমনের
কাল নিকট হইয়াছে ইহা শুনিয়া মনচেহর বাদসাহ আপন
পূত্র নওদর কে রাজনীত ও হিতোউপদেশ শিক্ষা করাইয়া
রাজ্যে অভিসিক্ত করিলেন, ঈশ্বরের ভজনার যেসকল নিয়ম
আমি করিয়াছি তুমি ও সেই নিয়ম মত ভজনা করিবা শুনি
তেছি মূছা নামে একজন আপনাকে ঈশ্বরের পেগম্বর
(অর্থাৎ অবতার বিশেষ) বলিয়া আপনাকেপ্রকাশ করিয়া
অনেক মনূষ্যকে আপন মতাবলম্বি করিযাছে; আর ফর
উন বাদসাহ কে নষ্ট করিযাছে শুনিলাম তুমি তাহর মতাব
লম্বিহইবা, এবং আর কহিল ছলম ও তূরের পুত্রেরা সসঙ্গ
প্রভূতি তোমার প্রতি আক্রমণ করিবে; তাহারদিগের সহিত
যূদ্ধে তুমি অসক্ত অতএব যখন তাহারা আসিবে তখন ছাম
ও জালকে এখানে আনাইয়া তাহারদিগের পরামর্ষ মত কর্ম্ম
এবং সেনাপতি তাহাদিগে কে করিবা আর জালের পূত্র রো
স্তম এইক্ষণে বালক ক্রমে সে ও তোমার দিগের অনেক উপ

কার করিবে, এইমত বহুবিধ হিত বাক্য ও নীতিশিক্ষা নও দর কে করাইয়া তৎপর আপনি চিরস্থানে গমন করিলেন। মনূচেহর বাদসাহ একশতবিংশতি বৎসর বাদসাহি করেন॥

মনূচেহর বাদসাহর পুত্র নওদর বাদসাহর বিবরণ॥

নওদর বাদসাহি তক্তে বসিয়া অত্যল্প দিবস তাঁহার পিতা মনূচেহরের আজ্ঞা ও নীতিমত রাজকার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন। তাহার পর ক্রমে দুর্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রধান ২ লোক ও প্রজারা ভিন্ন হইয়া অন্য ২ বাদসাহ দিগে কে পত্র লিখিল যে আপনারা আসিয়া ইরানের বাদসাহি গ্রহণ করিয়া আমাদিগে কে রক্ষ্যা কর, নওদর শুনিলেন যে সেনা ও প্রজা সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছে। শত্রুরা শীঘ্র আমার রাজ্য আক্রমণ করিবেক ঃ ইহা বিবেচনা করিয়া ছামকে পত্র লিখিলেন যে আপনি ইরানের বাদসাহ দিগের পূর্ব্বানুক্রমের হিতাভিলাষি বন্ধু রক্ষক এবং বীর আপনার ভরসা প্রযুক্ত আমি অন্য বাদসাহ দিগকে গন্য করিনা; কিন্তু এইক্ষণে এখানকার প্রধানেরা প্রজার দিগের সহিত ঐক্য হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। এই সন্দেহ প্রযুক্ত আপনাকে লিখিতেছি আপনি আসিয়া হিতাহিত বিবেচনা করিয়া যে কর্ত্তব্য তাহা করিবেন; ছাম নওদর বাদসাহার এই লিপি প্রাপ্তে ভাবিত হইয়া মাজন্দরান (দেশ হইতে ইরানে যাত্রা করিল) যখন ইরানের নিকটে উপস্থিত হইল তখন ইরানের প্রধান লোক সকল একত্র হইয়া ছামের নিকটে গিয়া কহিলেন যে আপনি নওদর কে বন্ধ

করিয়া বাদসাহ হও; আমরা সকলে সম্মত আছি; আপনার আজ্ঞাবর্ত্তি হইয়া তাবৎ কর্ম্ম সমপন্ন করিব। ছাম ইহা শুনিয়া কহিল আমি মনুচেহর বাদসাহর অগ্রে পুরুষানুক্রমে প্রতিপালন হইয়া আসিতেছি ও হইতেছি; মনুচেরের বাদসাহর যদি কন্যাও থাকিত তাহাকে আমি এই তক্তে বাদসাহ করিয়া বসাইতাম, নওদর তাহার উপযুক্ত পুত্র রাজ্য করিতেছে ইহাকে বধ কি নষ্টকরা এমত কৃতঘ্নতা কর্ম্ম আমাহইতে কখনই হইবেকনা। আর নওদরেতে ও রোস্তমেতে আমার তুল্য স্নেহ ভিন্ন বোধ নাই, আপনারা আমার অনুরোধ ক্রমে নওদরের প্রতি প্রসন্ন হও। ছামের এতৎ বাক্য হেলন করিতে নাপারিয়া সম্মত হইলেন, তখন ছাম প্রধান বগ সকলকে লইয়া নওদরের নিকটে গিয়া বাদসাহকে ও প্রজার দিগের সকলকেই সুস্থির করিল, কিন্তু অন্য২ বাদসাহরা পত্র পাইয়া আর কেহ আইলনা কেবল তুরানের বাদসাহ তুরের পুত্র পসঙ্গ পত্র পাইয়া তাহার জ্যেষ্ট পুত্র আফরাছিয়াব অতি বলবান ও যোদ্ধা তাহাকে ডাকাইয়া কহিল যে তোমার পিতামহ তুরকে মনুচেহর, তাহার পৈত্রিক শত্রু বলিয়া নষ্ট করিয়াছে। অতএব মনুচেহর তোমার পৈত্রিক শত্রু সে অবর্ত্তমানে তাহার পুত্র নওদর আছে সেও শত্রুবটে তোমার উচিত এই যে তোমার পিতামহর বধের পরিবর্ত্তে ইরানে গমন করিয়া মনুচেহরেরপুত্র নওদরের মস্তক ছেদন করহ। মনুচেহর বর্ত্তমান থাকিতে আমি তাহার সম যোগ্য যোদ্ধা নহে বুঝিয়া ক্ষান্ত ছিলাম, এক্ষণে নওদর বালক এবং প্রজারা ও প্রাধন লোক সকল তাহার প্রতি অ

সন্তুষ্টহইয়া আমাকেইরানের বাদসাহহইতে পত্র লিখিয়াছে এনিমিত্ত্য এইসময়ে তোমাকে যাইতে কহিতেছি। আফরাছিযাব ইহা শুনিয়া কহিল নওদর যদ্যপি বালক ও অযোগ্য বটে কিন্তু মনুচেহরের সময়েরপু রান সেনাপতি ছাম ওকার ণ পুভৃতি সকলেই বর্ত্তমান আছে, আমার দিগের যে সকল সেনাপতি তাহারা তাহার দিগের শম যোগ্য নহে, কিয়ৎ কাল পরে এই যুদ্ধ উপস্থিত করিলে ভালহয়; পসঙ্গ ইহা শুনিয়া রাগত হইয়া আফরাছিযাব কে কহিল পিতার কি পিতামহর শত্রুরের সহিত আপনার প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া যে যুদ্ধ করিতে নাযায় তাহার ধর্ম্মের ব্যতিক্রম আছে; আফরাছিযাব এই কথা শুনিয়া পিতার আজ্ঞা সিরধার্য্য করিয়া অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া ইরানে যাত্রা করিল। পসঙ্গ দুইজন বলবান ব্যক্তিকে সেনাপতিকরিয়া আফরাছিযাবের সহিত পাঠাইলেন তাহার এক ব্যক্তির নাম সমাছছ আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম এরজান; এই দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ত্রিশশহস্র বলবান সেনা লইয়া আফরাছিযাব যাত্রা করিল ॥

আফরাছিযাব যুদ্ধার্থে ইরানের আগমনের ও নৌদরের মস্তক ছেদনের বিবরণ ॥

কয়েক দিবস পরে জাসুসেরা আসিয়া আফরাছিযাবকে কহিল যে ছামের মৃর্ত্যু হইয়াছে। আফরাছিযাব ইহা শুনিয়া শুভমঙ্গল জ্ঞান করিল। নওদর আফরাছিযাব সেনা লইয়া আসিতেছে ইহা শ্রবণকরিয়া অনেক সেনা লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল, আফরাছিযাব নওদরের বিস্তর সেনাশুনিয়া আপন

পিতা পসঙ্গকে লিখিল যে আমার সহিত অত্যল্প সেনা শত্রুরের সৈন্য অধিক আর শত্রুরের প্রধান সেনাপতি ছামের মৃত্যু হইয়াছে, এইক্ষণে অঙ্গদাদির ভয় নাই, কিন্তু আর কথক গুলিন সেনা শিঘ্র পাঠাইবেন। পরে দুই দলের সেনা একত্রীভূত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল ঃ তখন আফরাছিযাব বারমান নামে একজন বলবানকে আজ্ঞা করিল যেত্তমি প্রথমত রণক্ষেত্রে গমন কর বারমান তৎক্ষণাৎ আসিয়া নওদরের সেনা দিগকে যুদ্ধ করিতে আহবান করিল, কাওয়া কর্ম্মকারের দুই পুত্র কারণ ও কোবাদ ইহারা দুইজন নওদর বাদসাহের সেনাপতি তাহার মধ্যে কোবাদ বারমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল বারমান তাহাকে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ইষ্টকাঘাত করিল সেই ইষ্টক কোবাদের মস্তকে লাগিল তাহাতেই কোবাদ প্রাণ ত্যাগ করিলেন; কারণ দেখিল যে তাহার ভ্রাতা কোবাদ রণস্থলে প্রবেশ করিবা মাত্রেই প্রাণ ত্যাগ করিল; তখন কারণ আপনার সৈন্য লইয়া একবারে বারমানের প্রতি ধাবমান হইল আফরাছিযার তদ্দর্শনে আপন সেনা সমভিব্যাহারে বারমানের সহায়ার্থ গিয়া দুইসেনা একত্রহইয়া ঘোরতর যদ্ধ করিতে ২ সন্ধ্যা হইল তখন সকলে আপন আপন শিবিরে গমন করিয়া রজনী যাপন করিল; পরদিবসপ্রাতে কারণ আপন সেনা লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল তাহা দেখিয়া আফরাছিযায় আপন সেনা লইয়া কারনের সম্মুখে আসিয়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল. দুইপক্ষের সেনাতে ঘোরতর যুদ্ধক রল; আফরাছিযাব অতি বলবান নওদরের অনেক সেনাকে বধ করিল ঃ নও

দর দেখিলযে অনেকসেনাহত হইয়াছে আর যাহারাআছে তাহারাওজিতহইয়াছে ইহাদেখিয়াআপ নঅশ্বারোহণ পূর্ব্বক শস্ত্র হস্তে লইয়া আফরাছিযাবের সম্মুখে গিয়া কহিল যে ঈশ্বরের সৃজিত এত জীবকে নষ্টকরার কোন আবিশ্যক নাই তোমায় আমায় যুদ্ধ করি ঈশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া জয়ি করেণ সেই বাদশাহ হইবে। আফরাছিযাব ইহা শুনিয়া নওদরের সঙ্গে যুদ্ধেপ্রবৃত্ত হইল; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয়ে নানাপ্রকার যুদ্ধ করিল কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিলনা সন্ধ্যার সময় দুইজনে আপন ২ শিবিরে গেলেন গমনকালীনঃ নওদরের মস্তক হইতে মুকুট ভূমে পতিত হইল ; আফরাছিযাব হের বোধ তাহা হইলনা। নওদরের একজন ভৃত্য ঐ মুকুট উঠাইয়া নওদরকে দিল নওদর তাহা দেখিয়া কুলক্ষণ জানিয়া অতি ম্লান হইয়া পিতৃবাক্যস্মরণকরতরোদন করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে কহিলেন যে আমি জয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইনা যদি পলায়ন করি তবে শত্রুরেরা আমার পশ্চাৎ ধাবান হইয়া আমাকে ধৃত করিবে - অতএব যুদ্ধ করা শ্রেয় যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহতে জয়ি হই ভাল ই নতুবা সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ লাভ হইবে। সেনাপতিগন ইহা শুনিয়া কহিল আপনি যে বিবেচনা করিয়াছেন সে উত্তম) কিন্তু আপনার দুইপুত্র তুছ ও বেস্তুহম কে এদেশ হইতে কারন দেশে পাঠান ভাল কারণ আপনকার বংশ থাকিলে উত্তরকাল আসা থাকে) পরে তূছ ও বেস্তুহমকে ঐ রাত্রে ফারস দেশে পাঠাইলেন) আর প্রাতে কারণও সাপুরকে সন্যাধ্যক্ষ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন) সাপুর বিপক্ষের

হস্তে অতি শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ইরানের সেনা তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল, আর কারন ফারিসদেশে গমন করিল; আফরাছিয়াব তাহা দেখিয়া ঐ দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিল; এবং বারমানকে নওদরের পুত্রদিগকে ধৃত করিতে পাঠাইল, কিন্তু পথিমধ্যে কারণের সহিত বারমানের সাক্ষাৎ হইয়া উভয়ে যুদ্ধ হইল; বারমান এই সংবাদ আফরছিয়াবের নিকট পাঠাইল তাহা শুনিয়া আফরাছিয়াব কথকগুলীন সেনা বারমানের সাহয্যার্থে পাঠাইল। নওদর ইহা শুনিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া কোন গুপ্ত পথ দিয়া রাত্রি মধ্যে পলায়ন করিলেন। আফরাছিয়াব তাহা শুনিয়া নওদরের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সূর্য্যোদয়ের কালে দুই জন একত্র হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যুদ্ধ করিয়া নওদর ধৃত হইলেন। ইতিমধ্যে আফরাছিয়াবের নিকটে সংবাদ আইল যে বারমান কারনের সহিত যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিযাছে; আর কারন নওদরের পুত্র তুছ ও কেস্তহমকে লইয়া ফারসের দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিযাছে। নওদর সাতবৎসর বাদসাহি করিয়া আফরাছিয়াবের যুদ্ধে ধৃত হইলেন, তাহার পর আফরাছিয়াব ইরানে বাদসাহ হইয়া সমাছাছ ও খেজরান এই দুইজন সেনাপতিকে ত্রিশ সহস্র সৈন্য সহিত কাবল জাবল দেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইল। জাল এই সংবাদ শুনিয়া কাবলের বাদসাহ মেহরাবের সহিত ঐক্য হইয়া সেনা সমূহ একত্রিতকরিযা আফরাছিয়াবের সেনাদিগের সঙ্গেযুদ্ধ আরম্ভ করিল, জাল খেজরানকে এক গদাঘাতে নিপাত করিল তাহা দেখিয়া সমাছাছ রাগত হইয়া

জালকে বধ করণাশয়ে ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে জাল গদা হস্তে করিয়া তাহার নিকট গমন করিল ইহা দেখিয়া সমাছাহ্ ভীত হইয়া পলায়নকরিল, তাহার সেনা সকলে তাহা দেখিয়া পলায়ন করিল, জাল তাহারদিগের পাশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অনেক সেনা নষ্ট করিল। আফরাছিয়াব এতৎ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রে নওদরকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিল। পরে আফরাছিয়ার সৈন্য লইয়া ফারসদেশে নওদরের পুত্র তুছ ও কেস্তহমকে ধৃত করিতে গমন করিল। তাহারা ইহা শুনিয়া তথা হইতে জাবলস্তান দেশে জালের বাটিতে যাত্রা করিল, জাল এতৎ শ্রবনে অগ্রসর হইয়া তাহারদিগকে আনয়ন করত আপন বাটিতে রাখিয়া তাহারদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। তৎপরে মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি ইরানের বাদসাহি করিব না, তুছ ও কেস্তহম বালক এবং অনভ্যস্ত হইয়াছে প্রজারা ও সেনারা মান্য করিবেক না, অতএব এক জন বলবান ও সদ্বিবেচক বাদসাহ বিচার করিয়া তক্তে বসান উচিত, তবে আফরাছি-য়াবকে পরাভব করা যাইবেক জাল আর ২ প্রধানদিগের সহিত এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া আফরাছিয়াবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আগরিরছ নামে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ছিল তাহাকে পত্র লিখিল যদি আপনি আমার নিকটে আইসহ তবে ইরানের বাদসাহ আপনাকে করিব। আগরিরছ এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া রয়দেশের অধিপতি ছিল তথাহইতে ছয়স্তানে যাত্রা করিল। কাবলদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এমত সময়ে আফরাছিয়াব এই সকল মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া অতি শীঘ্র সেই স্থানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া কহিল যে তোমাকে রয়-

দেশের বাদসাহি দিয়াছি তাহাতে ধৈর্য্য না থাকিয়া ইরানের বাদসাহি জগুনের মানসে ছয়স্তানে যাইতেছ, আগরিয়ছ কহিল আপনাকে কেহ মিথ্যা জানাইয়াছে, আফরাছিয়াক এভং বাক্যে রাগত হইয়া তলওয়ার বাহির করিয়া তৎক্ষণাত আগরিয়ছ কে নষ্ট করিল পরে জাল ইহা শুনিয়া কহিল আফরাছিয়াবের বাদসাহি আর কখন থাকিবেক না, অদ্যাবধি আমি আফরাছিয়াবের শত্রু হইলাম, কিন্তু তছ ও কেস্তহম বালক যদি ফরেদূঁর বংশের কেহ বাদসাহর উপযুক্ত পাত্র থাকে তাহা অনসন্ধান করিয়া আমাকে জ্ঞাত কর? তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল যে ছনম যখন মনুচেহরের হস্তেহত হয় তখন তাহার পুত্র তহমাছপ যাইয়া এক উপদ্বীপে ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার এক পুত্র উপযুক্ত সেইস্থানে বাস করিতেছে তাহার নাম জু জাল এই কথা শুনিয়া কারণকে তাহার নিকট পাঠাইয়া জুকে আনায়ন করিয়া আপন বাটিতে রাখিয়া পরে শুভক্ষণে তাহাকে ইরানের বাদসহিতে অভিষেক করিলেন॥

জূ বাদসাহর বিবরণ॥

পরে জুকে বাদসাহ করিয়া জাল আপন সেনাগণ সঙ্গে লইয়া ইরানে আফরাছিয়াবের প্রতি আক্রমণার্থে গমন করিলেন। আফরাছিয়াব ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধ না করিয়া ইরান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক তুরানে প্রস্থান করিল। জাল জুকে ইরানের তক্তে বসাইলেন। জু পাঁচ বৎসর অতি সুবিচার পূর্ব্বক বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র করসাস্পকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আপনি নিত্যধামে গমন করিলেন॥

করসাস্প বাদসাহের বিবরণ ।।

করসাস্প বাদসাহ হইয়া জালকে সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষ করিলেন, এই সংবাদ তুরানের বাদসাহ পসঙ্গ শুনিয়া তাহার পুত্র আফরাছিয়াব যখন ইরান হইতে যুদ্ধে পরাজয় হইয়া আপন দেশে প্রত্যাগমন করিলে তদবধি তাহার পিতা তাহার মুখাবলোকন করিল না ইহার কারণ এই যে আফরাছিয়াব আপন সহোদর আগরিরছকে নষ্ট করিয়াছিল । ইরানের নূতন বাদসাহ করসাস্প অতি অনুপযুক্ত শুনিয়া তখন আফরাছিয়াবের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অনেক সেনা সমভিব্যাহারে ইরানে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলে ইরানবাসি লোকেরা এই সংবাদ শুনিয়া জালকে কহিল যে আফরাছিয়াব পনরায় সৈন্য লইয়া সুসজ্জিভুত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে আপনি ইহার বিহিত উপায় করহ । জাল কহিল এইবার রোস্তমকে সেনাপতি করিয়া আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধে পাঠাইব ।।

রোস্তম সেনাপতি হইবার বিবরণ ।।

ইহা কহিয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিল আমার মানস তুমি এইবার সেনাপতি হইয়া আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা কর, কিন্তু তুমি বালক আফরাছিয়াব যুদ্ধের কৌশল অনেক প্রকার জানে । রোস্তম কহিল যুদ্ধের কৌশল আমি সকল শিক্ষা করিয়াছি ঈশ্বরের কৃপায় তাহাকে আমি ভয় করি না, তাহা শুনিয়া জাল দুই চারি জন সেনাপতিকে রোস্তমের যুদ্ধ পরীক্ষা লইতে আজ্ঞা করিলেন ; তখন তিন চারি ব্যক্তি প্রধান সেনাপতি জালের সম্মুখে রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রমে তাহারা সকলেই রোস্তমের নিকটে পরাস্ত হইল

তদ্দর্শনে জাল তুষ্ট হইয়া অস্ত্রাগার হইতে নানা প্রকার উত্তম ২ অস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, রোস্তম অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া ছামের একবৃহৎ গদা ছিল তাহাও লইল, তদনন্তর জালকে কহিল আমার এইসকল অস্ত্রশস্ত্র বহন করিয়া যাইতে পারে এমত এক অশ্ব আমাকে আনাইয়া দেও জাল অশ্ব রক্ষককে আজ্ঞা করিলেন যে মাঠের অশ্বশালা হইতে অত্যুত্তম ঘোটক আন সে সেই মত করিল, রোস্তম যে ঘোটকের পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করে তাহার পৃষ্ঠ নিম্ন হইয়া যায় এই রূপে অনেক ঘোটক রোস্তমের অযোগ্য হইল। পরে এক মাদওয়ানের সহিত পীতবর্ণের গোলদারযুক্ত এক ঘোটক রোস্তম দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কমন্দ (অর্থাৎ দড়ির ফাঁস) বাহির করিল, তাহা দেখিয়া অশ্বরক্ষক কহিল যেএ ঘোটকের নিকটে যাইবেন না কারণ ইহার মাতা তিন চারি জনকে নষ্ট করিয়াছে, রোস্তম তাহা না শুনিয়া ঐ অশ্বের স্কন্ধে ফাঁস নিক্ষেপ করিল তাহা দেখিয়া তাহার মাতা চিৎকার করিয়া রোস্তমের নিকটে আইল তদ্দৃষ্টে রোস্তম চিৎকার করিয়া মারিতে গেল তখন ঐ মাদওয়ান ভীত হওত দণ্ডয়মান রহিল। কিন্তু ঐ বৎস রোস্তমকে কিঞ্চিদ্দূর আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। পরে রোস্তম বলপূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়া আপনার আরুঢ যোগ্য বুঝিয়া রাখিল। তৎপরে জাল অনেক বলবান সেনা সমভিব্যাহারে রোস্তমকে আফরাছিয়াবের যুদ্ধে পাঠাইল। দুই দিন পরে সন্দিগ্ধ হইয়া আপনিও রোস্তমের নিকটে গেল, ওখানে আফরাছিয়াব আপন প্রধান সেনাপতিদিগেকে লইয়া মন্ত্রণা করিতেছে যে স্থ

দসাহরপুত্র করসাস্প যে নূতন বাদসাহ হইয়াছে সে বালক
ার প্রধান সেনাপতি জাল সেও বৃদ্ধ। জালের পুত্র রোস্তম
সও বালক এইবার ইরান দেশ বিনা যুদ্ধে গ্রহণ করিব।
ই সংবাদ জাল শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার মন্ত্রি-
গণকে কহিল যে করসাস্প বালক আফরাছিয়াবের সম
যোদ্ধা নহে, অতএব ফরেদুঁর বংশীয় একজন বাদসাহর
উপযুক্ত আনিতে হইল॥

কোবাদকে আনিবার বিবরণ॥

ইহা কহিয়া জাল পূর্ব্বে এই সন্ধানে যে সকল লোক পাঠা
ইয়াছিল তাহারদিগেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহার
দিগের এক জন কহিল যে আলবোরজ পর্ব্বতোপরি ফরেদুঁর
ব শোদ্ভব কোবাদ নামে এক ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক
এবং বলবান বাদসাহার উপযুক্ত আছে, জাল এই কথা
শুনিয়া রোস্তমকে কহিল তুমি গিয়া একপক্ষ মধ্যে তাহাকে
লইয়া এখানে আইস তুমি তাহাকে কহিবা যে ইরানে
এইক্ষণে কেহ উপযুক্ত বাদসাহ নাই আপনকার সৌর্য্য বীর্য্য
ও গাম্ভীর্য্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা ইরানের প্রধান কর্ত্তা ব্যক্ত ও
সেনাপতি জাল শুনিয়া আপনাকে লইতে আমাকে পাঠাই-
য়াছেন বিলম্বকরা উচিত নহে আপনি শীঘ্র শুভাগমন
করুণ? রোস্তম তৎক্ষণাৎযাত্রা করিল কয়েক দিবসান্তে উক্ত
পর্ব্বতের নিকটাবর্ত্তিহইয়া পর্ব্বত নিরক্ষণ করিয়া যাইতেছে,
পর্ব্বতের নিম্ন দেশে কোবাদের এক উদ্যান ও গৃহ ছিল
কোবাদ সেইস্থানে ছিলেন রোস্তমকে অতি বলবানেরন্যায়

এবং পরম সুন্দর যুবা পুরুষ একা কোথা যাইতেছে জিজ্ঞাসা করা উচিত ইহা মনোমধ্যে স্থৈর্য্য করিয়া রোস্তমকে ডাকিলেন আরও কহিলেন অহে যুবা এত শীঘ্র কোথা জাইতেছ! ক্ষণেককাল এস্থলে বিশ্রাম করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিয়া প্রস্থানকর? রোস্তম তাহাকে কহিল আমি কয়কোবাদের অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি, যদি আপনি তাহার বাসস্থান জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কহিলে বাধিত হইব। ইহা শুনিয়া কোবাদ কহিলেন তুমি এইস্থানে আহারাদি করিয়া ক্ষণেককাল বিশ্রাম করহ। পরে একজন জানিত লোক তোমার সহিত দিব। রোস্তম ইহা শ্রবণে তুষ্ট হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। কোবাদ এক পেয়ালা মদিরা রোস্তমের হস্তে দিয়া কহিলেন ওহে যুব। কোবাদের অনুসন্ধান আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কোথা হইতে আইলে কি নিমিত্ত তাহার তত্ত্ব করিতেছ, কোবাদ কে তাহার নাম কিপ্রকারে তুমি জানিলে? তখন রোস্তম কহিল আমি ইরানদেশ হইতে আসিতেছি বীরগণাগ্রগণ্য ইরানের প্রধান সেনাপতি আমার পিতা তাঁহার নাম জাল তিনি কোবাদকে ইরানের বাদসাহের উপযুক্ত জানিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন; ইহা শুনিয়া কোবাদ হাস্য বদনে কহিলেন আমারি নাম কোবাদ ফরেদুর বংশোদ্ভব, রোস্তম এইকথা শ্রুতমাত্র উঠিয়া প্রণাম করিয়া সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিল যে আমার পরিশ্রম সফল হইল, কোবাদ কহিলেন গতোরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি ইরান হইতে দুই শ্বেত

বাজ (অর্থাৎ পক্ষবিশেষ) আমার মস্তকে এক মুকুট অর্পণ করিল, এই নিমিত্তে অদ্য আমি এই উদ্যানে আসিয়া আহ্লাদিত হইয়া পথ নিরক্ষণ করিতেছি ইতিমধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাত হইল। রোস্তম কহিল শ্বেতবাজ আমি ও আমার পিতা জাল আমরা তোমার মস্তকে বাদসাহি মুকুট দিব অতএব আপনি শীঘ্র যাত্রাকরণ বিলম্বের কালনহে কোবাদ আপনার অশ্ব ও অস্ত্র ও বস্ত্রাদি আনাইয়া রোস্তমের সহিত ইরানে যাত্রা করিলেন। যখন ইরানের নিকট উপস্থিত হইলেন কলউন নামে একজন সেনাপতি করসাস্প বাদসাহ জনশ্রুতিদ্বারা ঐ সংবাদ অবগত হইয়া নগর প্রান্তে পথি মধ্যে কথকগুলীন সৈন্য রাখিয়াছিল যে কোবাদ না আসিতে পারে সেই পথেই রোস্তম ও তাহার সহিত একজন যাইতেছে তাহা দেখিয়া জানিল যে রোস্তম কোবাদকে লইয়া আইল তখন কলউন সৈন্য সহিত গিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া রোস্তমকে এক বরছি আঘাত করিল রোস্তম সেই বরছি তাহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করত তাহার বক্ষে নিক্ষেপ করিলে কলউনতৎক্ষনাৎ প্রাণত্যাগ করিল, তাহার সমভিব্যাহারি ব্যক্তিরা দেখিয়া পলায়ন করিল। পরে রোস্তম কোবাদকে লইয়া রাত্রি যোগে জালের নিকটে আইলেন, জাল এক সপ্তাহ কোবাদকে অপ্রকাশ রাখিয়া পরে প্রধান সকলকে ডাকাইয়া বিস্তারিত কহিয়া কোবাদকে বাদসাহ করিয়া তক্তে বসাইলেন ॥

কয় কোবাদের বাদসাহির বিবরণ ॥

কয় কোবাদ বাদসহ হইয়া প্রধান মন্ত্রিও সেনাপতি

দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলের ঐক্যমতে আফরাছি-
য়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, যখন উভয় সৈন্য একত্র
হইল তখন ইরানের সেনাপতি কারন অগ্রসর হইয়া তুরানের
সেনাপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিল; তাহা শুনিয়া তুরানের সমা-
ছছ নামে একজন বলবান্ আসিয়া কারনের সহিত যুদ্ধারম্ভ
করিল কারন অতি শীঘ্র তাহাকে নষ্ট করিল; পরে রোস্তম
জালকে কহিল যে আমি আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধ
করিতে চলিলাম। (তখন এই নিয়ম ছিল যে যাহাকে যুদ্ধে
আহ্বান করিত তাহাকে আসিয়া যুদ্ধ করিতে হইত) জাল
কহিল আফারাছিয়াব একজন বলবান্ রণ পণ্ডিত বীর
গণের অগ্র গণ্য অনেক যুদ্ধ করিয়াছে যুদ্ধের অনেক
কৌশল জ্ঞাত আছে, আর ২ যোদ্ধারা তাহাকে কেহ রণ
কুম্ভির কেহ রণ অজাগর কহে, তুমি বালক কখন যুদ্ধ কর
নাই অন্য কোন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা কর? রোস্তম
কহিল ঈশ্বর অবশ্য কৃপা করিবেন - ইহা কহিয়া রণস্থলে
উপস্থিত হইয়া আফরাছিয়াবের সম্মুখে গিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা
করিল; আফরাছিয়াব রোস্তমকে দেখিয়া আপন প্রধান
সেনাপতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে একটি দুগ্ধ পোষ্য
বালক রণস্থলে আসিয়া আমাকে যুদ্ধে ডাকিতেছে এবালক
টী কে? তাহারা কহিল জালের পুত্র ইহারই নাম রোস্তম;
তাহা শুনিয়া আফারছিয়াব রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল
যে তুমি বালক তোমার সহিত যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ
করিব না, তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইব? পরে
উভয়ে উভয়ের কোটি বন্দ ধরিয়া বল করিতে লাগিল,

আফ্রাছিয়াব অনেক চেষ্টা করিল কোনমতে রোস্তমকে নাড়িতে পারিলনা, শেষে রোস্তম বলপূর্ব্বক আফ্রাছিয়াব-কে অশ্ব হইতে উঠাইয়া কোবাদের নিকটে লইয়া গমন করিল, কথক গুলীন সেনা আফরাছিয়াবকে ছাড়াইয়া লইতে পাশ্চৎ গমন করিল, কথক দূর যাইয়া আফরাছিয়া-বের কোটি বন্ধ বস্ত্র ছিন্ন হইয়া রোস্তমের হস্ত হইতে আফ-রাছিয়াব ভূমে পতিত হইল; এই অবকাশে তাহাকে সেনারা লইয়া পলায়ন করিল। আর কথক গুলীন সেনা রোস্তমকে বেষ্টন করিল তাহা দেখিয়া ইরানের অনেক সেনা রোস্তমের সহায়তার নিমিত্তে আইল, তখন উভয় সেনায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রোস্তম তুরানের বহু বিধ সেনা নষ্ট করিল তাহা দেখিয়া আফরাছিয়াব ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া স্বদেশে গমন করিয়া, আপন পিতাকে কহিল যে ইরানিরা এরচের সম্পর্ক ভিন্ন অন্যকে বাদসাহ করিতে সম্মত নহে, এনিমিত্তে আলবোর্জ পর্ব্বত হইতে কোবাদ নামে এক জনকে আনিয়া করসাস্পের পরিবর্ত্তে তাহাকে বাদসাহ করিয়াছে। তৎপরে কহিল আপনি জ্ঞাত আছেন আমি হস্তি ও ব্যাঘ্রা-দির সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, এবং অনেক বলবানদিগের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছি, কখন ভীত ও পরাজয় হই নাই, কিন্তু এইবার জালের পুত্র রোস্তম নামে এক বালক যুদ্ধে আসি-য়াছিল আমি অনেক বল ও চেষ্টা করিয়াছিলাম কোনমতে তাহাকে অশ্ব হইতে চালনা করিতে পারিলাম না; শেষে রোস্তম অনায়াসে আমাকে মসকের ন্যায় ঘোটক হইতে আমার কটি বন্ধ ধারণ করিয়া লইয়া গেল; ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার ঐ কটি বেষ্টনীয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়া ভূমে পড়িলাম তখন আমার

সেনারা আসিয়া আমাকে লইয়া আইস। আমার আর এমত বাসনা নাই যে রোস্তম থাকিতে ইরানে যুদ্ধ করিতে গমন করি, অতএব এইক্ষণে আমার মত এই যে পূর্ব্বগত বিবাদ স্মরণ না করিয়া ও মনের মালিন্য ত্যাগ করিয়া কোবাদের সহিত সন্ধি (অর্থাৎ সন্ধি করা উচিত) আফরাছিয়াবের পিতা পসঙ্গ ইহা শুনিয়া প্রধান সেনাপতি পিরানওয়াছা ও আমীর ও উজিরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধি করাই স্থির হইল। তখন এই সকল বিবরণ সম্বলিত পত্র লিখিলেন যে তুর এরচের প্রতি প্রথমতঃ যে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার পরিশোধ এরচের সন্তান মনুচেহর লইয়াছেন, অর্থাৎ ছলম ও তুরকে কাটিয়াছেন, তৎপরে তাহার পরিবর্ত্তে আমার পুত্র আফরাছিয়াব মনুচেহরের পুত্র নওদরকে নষ্ট করিয়াছে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে শত্রুতার বৃদ্ধি এবং লোক হিংসা ও দেশ উচ্ছন্ন হয়, অতএব পূর্ব্বে ফরেদু যে অংশ করিয়া উভয় অংশের মধ্যে যে নদী ব্যবধান করিয়া এপারে তুরান দেশের সীমা ওপারে ইরান দেশের সীমা নির্দ্ধারিত করত অংশ করিয়া দিয়াছিলেন আমার মানস সেইনিয়ম বলবান রাখিয়া ধর্ম্মত সপত দ্বারা নূতন লিপিবদ্ধ করিয়া বিবাদভঞ্জন করা উচিত, কারণ উভয়েই ফরেদুঁর সন্তান ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ থাকা ক্রমে অমঙ্গল বৃদ্ধি, এই পত্র নিজ চিহ্নিত করিয়া কোবাদের নিকট পাঠাইলে কোবাদ তাহা জ্ঞাত হইয়া উত্তর লিখিলেন যে এরচ ছলম ও তুরের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে গিয়াছিলেন ছলম ও তুর তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার সন্তান মনুচেহর সেই

ক্রোধে আপন পৈতৃক শত্রুকে নষ্ট করিয়াছিলেন পুনরায় তোমার পুত্র আফরাছিয়াব ইরানে আগমন করিয়া মনুচেহ্রের পুত্র নওদরকে সংহার করিল; এবং তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আগরিরছকে ইরানের বাদসাহ করিবার মানসে জাল পত্র লিখিয়াছিল? এই কথা শুনিয়া আফরাছিয়াব তাহার সহোদর আগরিরছকে নষ্ট করিল, তোমরা পুনঃ ২ অন্যায় করিতেছো অতএব তুমি ও তোমার পুত্র আফরাছিয়াব একত্র হইয়া ধর্ম্মত সপথ যুক্ত লিপি করিয়া সেই নিয়ম মত স্থির হইয়া থাক তবে আমি সন্ধি করি, রোস্তম কয়কোবাদকে কহিল এইক্ষণে আপনি সন্ধি কদাচিৎ করিবেন না, তাহারা কেবল আমার ভয়ে সন্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছে, জাল ও মেহরাব (কাবলের বাদসাহ) প্রভৃতি সকল সরদারদিগকে লইয়া পরামর্শ করিলেন, তাহারা সকলে কহিল আপনি নূতন তক্তে বসিয়াছেন কিছু দিন বিবাদ না করিয়া ফরেদুঁর বিভাগ করা অংশে স্থির থাকিয়া প্রণয় বন্ধ করা উচিত; পরে তাহারা নিয়ম বহির্ভূত আচরণ করে তখন যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করা যাইবেক, এই স্থির করিয়া তুরানের বাদসাহ পসঙ্গর সহিত প্রণয় বন্ধ করিলেন; পরে কয়কোবাদ দান ও সুবিচার এমত করিলেন যে সকলে ফরেদুঁকে বিস্মৃত হইল, আর কোবাদের সুবিচার দ্বারা সুখ্যাতি হইয়া অনেক দেশ তাহার অধিকার হইল, একশত বৎসর বাদসাহি করিয়া পরে তাহার চারি পুত্র ছিল জেষ্ঠের নাম কাউছ, দ্বিতীয়ের নাম আরস; ত্রিতীয়ের নাম রুছ; চতুর্থের নাম এরমিন; তাহারদিগকে ডাকাইয়া জেষ্ঠ কয়কাউছকে বাদসাহিতে

অভিষেক করিলেন। আর তিন জন কেহ মন্ত্রি কেহ সৈন্যাধ্যক্ষ এইমত নিযুক্ত করিয়া কাউছের আজ্ঞাবহ থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। এবং আর কহিলেন ফরেদূঁর ন্যায় রাজ্য অংশ করিলে বিবাদ হইবে, তৎপরে কিয়দ্দিবস গতে করকোবাদ স্বর্গারোহণ করিলেন ॥

কয় কাউছ বাদসাহের বিবরণ ॥

কয়কাউছ তক্তে বসিয়া পিতার নীতি মত দান ও সুবিচার ও প্রজারদিগেকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎ দিবসান্তে মাজন্দরান দেশের এক জন গায়ক তাঁহার নিকটে আসিয়া সে দেশের বিস্তর প্রশংসা করিল তাহা শুনিয়া কাউছ আনন্দিত হইয়া আপন মন্ত্রি ও সেনাপতি দিগেকে কহিলেন যে জমসেদ ও জোহাক হইতে আমার অধিক রাজ্য ও ধন হইয়াছে, কিন্তু বাদসাহ লোকের গৃহে বসিয়া শুদ্ধ কাল হরণ করা উচিত নহে, আমি একবার দেশ ভ্রমণ করিতে যাইব ? আমীর ও উজিরেরা সকলেই সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহারা গোপনে পরামর্শ করিল যে মাজন্দারাণ দেশ দৈত্যদিগের দেশ সে স্থানে গমন করিলে তাহারা আমার দিগেকে নষ্ট করিবেক, অতএব সেস্থানে যাওয়া উচিত নহে যেহেতু পূর্ব্বকার বাদসাহেরা সে দেশে গমনেচ্ছুক কেহ কখন হয়েন নাই, বিশেষতঃ ফরেদূঁ বাদসাহ অনেক দৈববিদ্যা জানিত যাহার প্রভাবে সে অনয়াসে অক্লেশে জোহাককে পরাজয় করিল; তুছ; কেস্তহম; করসাস্প; গোদরজ; ও গেও প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু কাউছকে নিষেধ করিতে কেহ পারিলেন না; শেষে সকলে পরামর্শ করিয়া

জালকে পত্র লিখিলেন যে আপনি শীঘ্র এখানে আসিয়া কয় কাউছ বাদসাহকে মাজন্দারান দেশে যাইতে নিষেধ কর, জাল এই পত্র পাইবা মাত্র ভাবিত হইয়া ইরানে আইল, কয়কাউছ শুনিয়া কহিল জাল কি নিমিত্তে এস্থানে আসিয়াছে, সরদারেরা সকলে জালের নিকটে গিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন যে বাদসাহকে উপস্থিত বিষয় হইতে ক্ষান্ত রাখিতে হইবে, পরে জাল সরদারদিগকে লইয়া বাদসাহের নিকটে গিয়া বাদসাহকে অনেক স্তব ও প্রশংসা করিলেন এবং কাউছ বাদসাহ জালকে সমাদর করিয়া জালের পরিবারের ও রোস্তমের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঞ্চিৎ কাল পরে জাল কহিলেন আপনকার মাজন্দারান দেশে যাওনের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ব্যাস্ত হইয়া আসিয়াছি জমসেদ ও ফরেদুঁ ইহারদিগের এতদ্দেশ লইবার মানস ছিল কিন্তু সে দেশে দৈত্যদিগের বাস স্থান, আর তাহারা নানাবিধ কুহক জানে ইহা জ্ঞাত হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তখন আর আর সকলে বাদসাহকে নিষেধ করিলে কাউছ কহিল আমি মাজন্দারান দেশে অবশ্য যাইব, ঈশ্বরের কৃপায় দৈত্য সকলকে নষ্ট করিব? জমসেদ ও ফরেদুঁ হইতে আমার লোকবল অধিক আছে, পরে জালকে কহিলেন আমি যে পর্য্যন্ত মাজন্দরান দেশ হইতে পুনঃরাগমন না করি সে পর্য্যন্ত আপনি আমার পরিবর্ত্তে এই স্থানে অবস্থান করিয়া তাবৎ রাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করহ? জাল কহিল আমি বৃদ্ধ হইয়াছি পারিবনা। অন্য কোন ব্যক্তিকে এতদ্ভার অর্পণ করুণ, আমি স্বয়স্থানে প্রস্থান করি সেইস্থান হইতে সর্ব্বদা তত্ত্বানুধারণ ও কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিব, তখন মিলাদ নামে এক জন অতি সুপণ্ডিত ও সংবি-

বেচক এবং প্রধান সেনাপতি তাহাকে রাজ কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া কয়কাউছ বাদসাহ মাজন্দরান দেশে যাত্রা করিলেন, আর মিলাদকে কহিলেন যদি কোন শত্রু উপস্থিত হয় আমাকে শীঘ্র জ্ঞাপন করিবা ॥

কয়কাউছ মাজন্দরান দেশে বন্ধহওনের বিবরণ ॥

কয়কাউছ বাদসাহ অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া গেওকে সেনাপতি করিয়া মাজন্দরান দেশে গমন করিলেন, গেওকে আজ্ঞা করিলেন যে মাজন্দরান দেশে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবা, যখন কাউছ শাহ মাজন্দরান নগরে উপস্থিত হইলেন গেও পূর্ব্ব আজ্ঞানত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মাজন্দরান দেশের বাদসাহ, কাউছ বাদসাহের আগমনের কোন সংবাদ পূর্ব্বে পায় নাই এজন্য নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু হটাৎ কাউছের সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত হইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিল। দেওসফেদ নামক এক দৈত্য তাহার বন্ধু ছিল ঐ মাজন্দরান দেশের নিকটস্থ এক পর্ব্বতে বাস করিত তাহার নিকটে সঞ্জা নামক এক জন দূত দ্বারা কহিয়া পাঠাইল যে কাউছ বাদসাহ আমার দেশে আগত হইয়া অনেক মনুষ্য ও দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছে আমি তাহার যুদ্ধে অশক্ত হইয়া দুর্গ মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিয়াছি, যদি এসময়ে আপনি আসিয়া আমাকে রক্ষা না কর তবে আমি ও দেশস্থ সকলে একেবারেই হত হইলাম দেওসফেদ এই কথা শুনিবা মাত্র আপন

দৈত্য সেনা সঙ্গে লইয়া কাউছ বাদসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাউছের সেনাগন দৈত্যদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া যুদ্ধে অসক্ত হইল, তখন দৈত্যেরা কাউছ বাদসাহকে এবং তাহার সেনাপতি দিগেকে সমস্ত ধৃত করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিল। পরে মাজন্দরান দেশের বাদসাহ বার সহস্র দৈত্য কাউছের রক্ষক রাখিয়া জীবন ধারণ উপযুক্ত আহার প্রদানের আজ্ঞা করিল, কাউছ এক লিপি জালকে লিখেলেন যে আমি তোমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া এখানে আসিয়া কারাবদ্ধ হইয়াছি, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারদিগেকে মুক্ত নাকর তবে আমরা আর কোনমতে উদ্ধার হইতে পারিব না, এই পত্র কোন কৌশলক্রমে পাঠাইলেন। জাল এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কিন্তু শত্রু মিত্র কাহের নিকটে একথা প্রকাশ না করিয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিল যে এ অতি খেদের বিষয় যে আমারদিগের বাদসাহ কয়কাউছ শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কারাগারে বদ্ধ থাকিলেন আর আমরা ইহা শুনিয়াও সুখে সচ্ছন্দে রহিলাম। আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি অধুনা এমত শক্তি নাই যে বাদসাহকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনি, তুমি যুব পুরুষ যদি পার তবে অগ্রসর হও ঈশ্বর তোমাকে যেরূপ শক্তি দিয়াছেন তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম কর, রোস্তম ইহা শুনিয়া স্বীকার করিয়া কহিল যে অনেক দূর দেশ পাছে বাদসাহকে নষ্ট করে যদি জীবদ্দশায় থাকেন তবে অবশ্য আনিব। জাল কহিল দুই পথ আছে এক পথে অনেক বিলম্ব হয় আর এক পথে সপ্তাহে যাওয়া যায়, কিন্তু এই পথে নানা প্রকার উপদ্রব আছে

অতি সাবধান পূর্ব্বক যাইবা, ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে সকল উৎপাৎ হইতে মুক্ত হইয়া বাদসাহকে শীঘ্র আনয়ন কর ইহা কহিয়া রোস্তমকে বিদায় করিল। রোস্তম কহিল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আর আপনার আশির্ব্বাদে দেও সকলকে নষ্ট করিয়া কাউছ বাদসাহকে অতি শীঘ্র আনিব, রোস্তমের মাতা রুদাবা ইহা শুনিয়া বিস্তর রোদন করিয়া কহিল সে দৈত্যদিগের স্থান তুমি বালক? রোস্তম কহিল আপনি কোনমতে ভাবিত হইবেন না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও তোমারদিগের আশীর্ব্বাদে অতিশীঘ্র বাদসাহকে আনিব ইহা কহিয়া মাজন্দরান দেশে যাত্রা করিল॥

রোস্তমের মাজন্দরান দেশে গমনের
প্রথম দিনের বিবরণ।

পর দিবস প্রাতে রোস্তম ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া নিকটস্থ পথ দিয়া মাজন্দরান দেশে যাত্রা করিল, সমস্ত দিবস চলিয়া সন্ধ্যার সময় একটা হরিণ শীকার করিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া ঘোটককে চরিতে দিয়া আপনি হরিণ দগ্ধকরত আহার করিয়া শয়ন করিল. সেই বনে এক অতিবৃহদ ব্যাঘ্র বাস স্থানছিল তাহার ভয়ে সেই বনে কোন মনুষ্য কি পশু যাইত না, ঐ ব্যাঘ্র কোন স্থানে গিয়াছিল ক্ষণকাল পরে আসিয়া দেখিল যে একজন মনুষ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে আর একটা ঘোটক আছে ঐব্যাঘ্র প্রথমত ঘোটককে তাড়া করিল ঘোটক সম্মুখস্থ দুইপদ ব্যাঘ্রের মাথায় এমত মারিল যে ব্যাঘ্র ভূমে পড়িয়া গেল তখন ঐ অশ্ব তাহার স্কন্ধে দন্তাঘাত করিল তাহা-

তে ব্যাঘ্র চিৎকার করিতে লাগিল, ঐশব্দে রোস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিল ঘোটক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তখন ঘোটককে কহিল তুই কেন ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিলি যদি তুই মরিয়া যাইতিস তবে আমি কিপ্রকারে এই সকল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মাজন্দরানে যাইতাম, পুনরায় এমত কর্ম্ম আর করিস না, যদি আর কোন উৎপাৎ উপস্থিত হয় তবে আমাকে জাগ্রত করিস, ইহা কহিয়া ব্যাঘ্রকে মারিয়া পুনরায় নিদ্রা গেল প্রথম দিবসের পথের বিবরণ এই ॥

দ্বিতীয় দিবসের পথের বিবরণ ॥

দ্বিতীয় দিবস রোস্তম প্রাতে অশ্বারোহণে সমস্ত দিবস পথ শ্রান্ত ক্লান্ত ও তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের স্মরণ করিতে লাগিল এমত সময়ে কিছু দূরে একটা হরিণ দৃষ্টি করিয়া তাহার পশ্চাতে২ গমন করত এক সরোবর দেখিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া সেইস্থানে জলপান করিয়া সেই বন হইতে একটা হরিণ শীকার করিয়া ঐ সরোবরের তীরে দগ্ধ করিয়া আহার করত শয়ন করিল; ঘোটক সেইস্থানে তৃণ আহার করিতে লাগিল। এক বৃহৎ অজাগর ঐ স্থানে থাকিত তাহার ভয়ে পশুপক্ষাদি সে বনে যাইতনা অজাগর আহার অন্বেষণে গি য়াছিল কথক রাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে, অশ্ব তাহাকে দেখিয়া চিৎকার করিল তাহাতে রোস্তমের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিগকে নিরীক্ষণ করিয়া কিছু দেখিতে পাইল না; তখন ঘোটককে কহিল অকারণে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিসনা। আমি ক্লান্ত হইয়াছি ক্ষণেক বিশ্রাম করি। ইহা কহিয়া পুনরায় নিদ্রা

গেল, অজাগর পুনর্ব্বার বাহির হইল তদ্দৃষ্টে ঘোটক পুনরায় চিৎকার করিবাতে রোস্তম জাগৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কিছু দেখিতে নাপাইয়া রাগত হইয়া ঘোড়ার প্রতি কহিল পুনঃ পুনঃ অকারণে কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ করিস্ যদি আর অকারণে আমাকে জাগাইস তবে তোর মস্তক ছেদন করিয়া পদব্রজে মাজেন্দরানে যাইব ইহা কহিয়া নিদ্রাগেল ঘোড়া যে স্থানে চরিতেছিল সেস্থান হইতে রোস্তমের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, অজাগর ক্ষণেক কাল পরে ঘোটকের নিকট আসিতে লাগিল যখন অতি নিকট হইল তখন ঘোড়া অতি চিৎকার করিয়া অজাগরকে মারিতে চলিল ঐ শব্দে রোস্তম উঠিয়া দেখিল যে অশ্বের নিকটে এক বৃহৎ অজাগর রহিয়াছে তখন রোস্তম তলওয়ার বাহির করিয়া অজাগরের উপরে এক আঘাত করিল তাহাতে অজাগরের কিছু হইলন। পুনবার মারিতে গেলে অজাগর বদন বিস্তার করিয়া রোস্তমকে গ্রাস করিতে আইল, ঐ ঘোটক তাহা দেখিয়া অজাগরের পুচ্ছে কামড়িয়া টানিতে লাগিল, তখন অজাগর ঘোঁড়ার দিগে ফিরিল সেই সময়ে রোস্তম অজাগরের মস্তকে তলওয়ার মারিয়া দুইখণ্ড করিল, তখন রোস্তম অজাগরের শরীর দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করত ধন্যবাদ ও স্তব করিয়া পরে সরোবরে হস্তাদি ধৌত করিয়া অজাগরের শরীর মাপ করিলেন, সত্তরী গজ দীর্ঘ তাহারি উপযুক্ত স্থূল দ্বিতীয় দিবসীয় পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল ॥

তৃতীয় দিবসের বিবরণ ।

তৃতীয় দিবস প্রাতে ঘোটকারোহণে অনেক দূর গিয়া

দিবা অবসানে এক বনের প্রান্তে পুষ্করিনী দেখিয়া সেই স্থানে ঘোটককে চরিতে দিয়া আপনি সেই স্থানে বিশ্রাম করিল, এই সময়ে এক পরম সুন্দরী যুবতী সুকেশা সুবেশা এক হস্তে এক সোরাহি, এক হস্তে তানপুরা লইয়া আইল সেই রমণী দৈত্য কন্যা রোস্তম না জানিয়া তাহাকে নিকটে বসাইয়া তাহার সুরাপাত্র হইতে সুরা লইয়া পান করিলেন। সেই যুবতী গান আরম্ভ করিল তাহা শুনিয়া রোস্তম তুষ্ট হইল, তখন সেই যুবতী বন মধ্যে আসিবার কারণ ও নাম জিজ্ঞাসা করিল? রোস্তম ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া সমস্ত বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করিয়া ঐ যুবতী বিবর্ণা ও কম্পিত হইল, তখন রোস্তম জানিল যে এ মনুষ্য নহে অতি শীঘ্র কমন্দ অর্থাৎ পাস দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধন করিয়া কহিল? তুইকে তাহা বল সে কহিল আমি দৈত্য কন্যা এবং কুহকী আমাকে তুমি নষ্ট করিওনা সঙ্গে লইয়াচল আমা হইতে অনেক কর্ম পাইবা রোস্তম তাহা না শুনিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া সেই স্থানে আহারাদি করিয়া নিদ্রা গেল॥

চতুর্থ দিবসের পথের বিবরণ॥

চতুর্থ দিবস রোস্তম প্রাতে উঠিয়া তথা হইতে গমন করিয়া সায়ংকালে একস্থানে উত্তম ক্ষেত্র ও নদী দেখিয়া সেইস্থানে ঘোটককে ক্ষেত্রে ছাড়িয়া আপনি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিল, ক্ষণেককাল পরে ক্ষেত্রের রক্ষক আসিয়া অশ্ব দেখিয়া নিকটে গিয়া দেখে একজন যুবা পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সেই রক্ষক রোস্তমের পাদে

বেত্রাঘাত করিল তাহাতে রোস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইবায় রক্ষক কহিল তুই জানিস্ না যে উলাদ নামে দৈত্যর সেনা পতির এ ক্ষেত্র এখানে ঘোড়া ছাড়িয়াছিল, পক্ষীগণ ভয়ে এ ক্ষেত্রের নিকটে আইসে না তোর কি প্রাণে ভয় নাই শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর তুই অতি সুন্দর বালক দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে; ইহা শুনিয়া রোস্তম তাহার মুখেতে এক চপেটাঘাত করিল তাহাতে তাহার নাসিকা ও মুখ ও দন্ত ভাঙ্গিয়া গেল পরে তাহার দুইটা কান ছিঁড়িয়া ফেলিল তখন রক্ষক রোদন করিতে২ (উলাদ কথক গুলীন দৈত্য লইয়া সিকার করিতে ছিল) তাহাকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিল, সে তাহা শুনিয়া সেনা সহিত উক্ত স্থানে আইল তাহা দেখিয়া রোস্তম ঘোটকারোহণে তাহার নিকটে আইলে উলাদ কহিল তোর নাম কি এখনি আমার হস্তে মরিবি রোস্তম কহিল আমার নাম শুনিলে তোর পিত্ত গলিয়া যাইবেক পরে উলাদ কহিল তুই কোন পথ দিয়া এখানে আসিয়াছিস ? রোস্তম কহিল হস্তখানের পথ (অর্থাৎ সাত দিনের পথে) তাহার তিন দিবসের পথের আপদ সকল নষ্ট করিয়া আসিয়াছি, আর অদ্য তোকে মারিয়া এখানকার আপদোদ্ধার করিব। এই কথা শুনিয়া উলাদের মনে ভয় হইল তখন আপন সেনাদিগে কহিল ইহাকে ধর, তাহারা রোস্তমকে তৎক্ষণাৎ বেষ্টন করিল তখন রোস্তম তাহার মধ্যে যে প্রধান ছিল অতিশীঘ্র তাহাকে ধরিয়া বিনাশ করিয়া আর সকলের হস্ত পদ গদা দ্বারা ভগ্ন করিল, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাণ লইয়া পালাইল। রোস্তম তাহারদিগের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া চলিল, কথক

দূর গিয়া কমন্দ ফেলিয়া উলাদকে বান্ধিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল তাহাতে সে অশ্ব হইতে ভূমে পড়িল, রোস্তম ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার দুই হস্ত বন্ধন করিয়া কথক দূর লইয়া গিয়া তাহাকে এক বৃক্ষে বান্ধিয়া আপনি নিদ্রা গেল।

পঞ্চম দিবসের পথের বিবরণ ॥

প্রাতে রোস্তম গাত্রোত্থান করিয়া উলাদকে কাউছের ও দেওসফেদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল কথা সত্য কহিল; পরে রোস্তম তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলে সে রোস্তমের পায়ে ধরিয়া শরণাগত হইয়া কহিল, আমার প্রাণ রক্ষা করিলে জন্মের মত তোমার দাস হইয়া থাকিব আর আমা হইতে দেওসফেদের সমস্ত অনুসন্ধান পাইবেন, এবং কাউছ বাদসাহ যে স্থানে বদ্ধ আছে ও যে প্রকারে সে স্থানে যাইতে হইবেক তাহার সকল সন্ধান বলিয়া দিব ইহা শুনিয়া রোস্তম তাহাকে নামাইয়া বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া চলিল, আর কহিল যদি সত্য সকল কথা কহ তবে পুরস্কার করিব; পরে উলাদ কহিল কাউছ প্রভৃতি যে স্থানে বদ্ধ আছে সে এ স্থান হইতে নিকট এবং মাজন্দরান দেশে যাইবার পথ সেই স্থানে তাহার মধ্যেই দৈত্যদিগের রক্ষক আছে পরে রোস্তম উলাদের কথিত মত সমস্ত দিবস ও অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত গমন করিয়া এক পর্ব্বতের উপর অগ্নি দেখিয়া উলাদকে জিজ্ঞাসা করিল এ অগ্নি পর্ব্বতে কি নিমিত্তে ? সে কহিল এই দেওসফেদের থাকিবার স্থান, পরে উলাদকে এক বৃক্ষে বান্ধিয়া আপনি নিদ্রা গেল।

ষষ্ঠ দিবসের পথের বিবরণ

ষষ্ঠ দিবস প্রাতে উঠিয়া উলাদকে সঙ্গে লইয়া কথকদূর গিয়া দেখিল কথক গুলীন দৈত্য রহিয়াছে, রোস্তম উলাদকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল ? সে কহিল এই স্থানে দুই জন প্রধান দৈত্য আছে একজনের নাম আরজঙ্গ, আর একজনের নাম বেদরঙ্গ ইহারা বলবান ও যোদ্ধা আপনি সাবধান থাকিবেন, ইহা শুনিয়া রোস্তম অতি শীঘ্র আরজঙ্গের নিকট গিয়া মেঘের ন্যায় গর্জন করিল, তাহা শুনিয়া আরজঙ্গ রোস্তমের কোটী বেষ্টন দুই হস্তে বলপূর্ব্বক ধারণ করিল রোস্তম এক হস্ত তাহার স্কন্ধে রাখিয়া আর এক হস্তে তাহার মস্তক ধরিয়া ছিঁড়িয়া তাহার সৈন্যমধ্যে ফেলাইয়া দিল, আর আর দৈত্য তাহা দেখিয়া কাহার ও সাধ্য হইল না যে রোস্তমের সম্মুখে আইসে, তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল । রোস্তম তথা হইতে শিখরোপরি এক বৃক্ষ ছায়ায় ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করিয়া উলাদকে কহিল যে স্থানে কাউছ সাহ বদ্ধ আছেন আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, উলাদ রোস্তমকে যে খানে কাউছ বাদসাহ ছিল সেইখানে লইয়া গেল প্রহরিগণে সে সময়ে নিদ্রিত ছিল অনায়াসে রোস্তম ঐ বাটির মধ্যে গিয়া দেখিলেন যে লৌহ শৃঙ্খলে কাউছ প্রভৃতি সকল প্রধানেরা বদ্ধ আছেন, রোস্তমকে দেখিয়া কাউছ বাদসাহ বিস্তর রোদন করিয়া পরে ইরানেরও জালের ও পথের সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । রোস্তম সমুদয় বিস্তারিত করিয়া কহিল এই সময়ে প্রহরিরা জাগৃত হইয়া তাহারদিগের প্রধান বেদরঙ্গের নিকটে জ্ঞাপন করিবায় সে

অতি রাগত হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া রোস্তম কহিল আরজঙ্গ দৈত্যের মস্তক যেরূপ ছিঁড়িয়াছি তাহা দেখিয়াছি অতএব যদি তুমি অকৌশল নাকরিয়া আমার আজ্ঞা বর্ত্তি থাক এবং যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহা সত্য কহ প্রবঞ্চনা না কর তবে তোমার প্রাণদান দিব নচেৎ যুদ্ধ কর? বেদরঙ্গ রোস্তমের আকার প্রকার দেখিয়া ও আরজঙ্গের মস্তক ছিড়িয়া ছিল তাহা স্মরণ করিয়া মনে ভীত হইল এবং বুঝিল যে ইহার সহিত যুদ্ধে পারিব না ইহা বিবেচনা করিয়া রোস্তমের শরণাগত হইয়া আর ২ দৈত্য দিগের বিপক্ষতা না করিয়া সাপক্ষ হইতে কহিল, পরে ঐ বেদরঙ্গ কাউছ প্রভৃতি সকলকে মুক্ত করিয়া রোস্তমকে কহিল যে আপনি দেওসফেদের নিকটে জাও আমি এইখানে এখন থাকি রোস্তম উলাদকে সঙ্গে লইয়া দেওসফেদের নিকট গেল কিছুদূর গিয়া অনেক দৈত্য দেখিয়া উলাদকে কহিল ইহারা কে? উলাদ কহিল দেওসফেদের সেনা আর কহিল দৈত্যেরা দিবসে নিদ্রা যায় রাত্রে সমস্ত কর্ম্ম করে ঈশ্বর ইচ্ছায় আপনি দেওসফেদের সহিত দিবসে যুদ্ধ করিলে অক্লেশে জয়ি হইবেন। রোস্তম ঐ পর্ব্বতের নিচে উলাদকে এক বৃক্ষে বান্ধিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিয়া নিদ্রা গেল॥

সপ্তম দিবসের বিবরণ॥

সপ্তম দিবস প্রাতে রোস্তম উঠিয়া উলাদকে সঙ্গে লইয়া জাগা হইতে দিবা দুই প্রহরের সময় দেওসফেদের বাস স্থানে পৌঁছিয়া দেখিল দৈত্য সেনারা অনেকেই নিদ্রিত, দুই চারিজন জাগ্রত রোস্তম তাহারদিগেকে গদা প্রহার করিল

তাহাতে তাহারা আর আর দৈত্যদিগ্যে জাগ্রত করিয়া অনেক একত্রী ভূত হইয়া রোস্তমকে বেষ্টন করিল রোস্তম তাহা দেখিয়া তাহারদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেক দৈত্যকে সংহার করিল আর কথক পলাইয়া দেওসফেদকে সংবাদ দিতে গেল তখন রোস্তম উলাদকে কহিল দেওসফেদ যে খানে আছে সেইখানে আমাকে লইয়া চল, উলাদ রোস্তমকে সঙ্গে করিয়া পর্ব্বতের এক বৃহদ গুহার নিকটে লইয়া গিয়া কহিল এই গুহার ভিতর দেওসফেদ নিদ্রিত আছে। রোস্তম গুহার দ্বার হইতে অনেক নিরক্ষণ করিয়া কিছু দেখিতে নাপাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ঐ সময়ে দেওসফেদ গুহার মধ্য হইতে আসিয়া রোস্তমের সম্মুখে শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল রোস্তম তাহার বিকটাকার দেখিয়া ভিত হইয়া মনে ২ চিন্তা করিল যে আমি অনেক বলাধান্ ও দৈত্য দেখিয়াছি কিন্তু এমন বিকটাকার কখন দেখি নাই এবং কখন ভিত ও হই নাই ইহা ভাবিয়া ঈশ্বরকে মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া অতি শীঘ্র এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র দেওসফেদকে প্রহার করিল দেওসফেদের উরুদেশে লাগিয়া অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল অন্ধকার প্রযুক্ত রোস্তম তাহা দেখিতে পাইল না দেওসফেদ আঘাতি হইয়াও রোস্তমকে ধরিল তখন দুইজনে সেই গুহার দ্বারে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল, উভয়েই মনে ভিত হইয়াছেন, অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিতে ২ সেই ভূমি কর্দ্দমের ন্যায় রোস্তম অনুমান করিয়া দেওসফেদের সরির নিরক্ষণ করিয়া দেখিল যে দেওসফেদকে প্রথম যে তলওয়ার মারিয়াছিল তাহাতে তাহার এক উরু প্রায় দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহারি

রক্তে কর্দ্দম হইয়াছে ইহা দেখিয়া তখন সাহস করিয়া দেওসফেদের কোটি বন্দ ধরিয়া ভূমে ফেলিয়া অতি শীঘ্র খঞ্জর বাহির করিয়া তাহার বক্ষে মারিল তাহাতে দেওসফেদের হৃদয় পর্য্যন্ত কাটিয়া দুইখণ্ড হইল তাহাতেই দেওসফেদ প্রাণ ত্যাগ করিল, তখন রোস্তম গুহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল অনেক দৈত্য ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা দেখিয়া রোস্তম উলাদকে কহিল ইহারদিগেকে কে মারিয়াছে উলাদ কহিল ইন্দ্রজাল বিদ্যার দ্বারা কোন প্রকরণ দেওসফেদ করিয়াছিল যে দেওসফেদ না মরিলে তাহার পরিবার ও আত্মীয় কেহ মরিবেকনা, আর দেওসফেদ মরিলে তাহার আত্মীয় সকলে তৎখনাৎ প্রাণ ত্যাগ করিবে, আপনি দেওসফেদকে বধ করিয়াছ তাহার বন্ধু বান্ধব পরিবার সকলে তখনি মরিয়াছে। পরে উলাদ রোস্তমকে কহিল আপনি পূর্ব্বে আমাকে পুরুস্কার দিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন এখন দেওসফেদকে আপনি মারিলেন আমায় কি পুরুস্কার দিবেন তাহা আজ্ঞা হউক। রোস্তম কহিল তোকে এই মাজন্দরান দেশের বাদসাহ করিব ইহা কহিয়া উলাদকে সঙ্গে লইয়া কাউছ সাহর নিকটে আসিয়া দেওসফেদের যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল; তখন বেদরঙ্গ দৈত্য ভীত হইয়া রোস্তমের পদানত হইল, রোস্তম তাহাকে এক তক্ত আনিতে কহিলেন সে এক স্বর্ণ নির্ম্মিত তক্ত আর এক চৌকি আনাইল রোস্তম কাউছ সাহকে ঐ তক্তে বসাইলেন; আর আপনি চৌকিতে বসিলেন এবং তুছ করেবোরজ গোদরোজ গেওরহাম গোরগিন প্রভৃতি সেনাপতি যাহারা কাউছ সাহর

সহিত আসিয়া বন্ধ ছিল তাহারাও দক্ষিণ পার্শ্বে বসিল আর বেদরঙ্গ দৈত্য আপন সেনাগণ লইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল এক সপ্তার পর মাজন্দরানের বাদসাহকে একপত্র লিখিয়া ফরহাদ নামে একজনকে দূত করিয়া পাঠাইলেন সে পত্রের বিবরণ এই ॥

কাউছ বাদসাহের পত্র মাজন্দরানের
বাদসাহ প্রতি ॥

ঈশ্বরকে প্রণতি পূর্ব্বক ধন্যবাদ করিয়া তোমাকে লিখিতেছি হে মাজন্দরানের বাদসাহ পরমেশ্বর তোমাকে সুমতি দেন পরং রোস্তম নামে পুরুষসিংহ ইরানের প্রধান সেনাপতি আমার কারাগারে বদ্ধ হওয়ার সমাচার পাইয়া একা হপ্তাখানের পথের সকল উপদ্রব নষ্ট করিয়া এখানে আসিয়া তোমার পরম বন্ধু ৫ দেওসফেদকে তাহার সৈন্য সহিত মারিয়া আমাকে ও আমার সেনাগনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছে ১ অতএব তোমার হিতার্থে লিখিতেছি যে আমার নিকট আসিয়া কর নির্দ্ধারিত করিয়া পরম সুখে এখানে বাদসাহি কর, ইহাতে মতান্তর হইলে তোমার ধনপ্রাণ নষ্ট করিব । ইরানের কয়কাউছ বাদসাহর এই আজ্ঞা পত্র জ্ঞাত হইয়া শিঘ্র আমার এখানে আসিবা ইতি ॥

মাজন্দরানের বাদসাহ এই পত্র জ্ঞাত হইয়া রাগত হইয়া দূতকে কহিল যে কাউছ হইতে রাজ্য ও সেনা আমার অধিক এবং বারশত হস্তি আমার সৈন্যার সহিত আছে কাউছের সঙ্গে একটাও হস্তি নাহি আমি মনে করিলে তাহাকে ধরিয়া ইরান এখনি লইতে পারি, আমি কবুল করিয়াছি যে কাউ

কে প্রাণে নামারিয়া বদ্ধ রাখিয়া ছিলাম এবার যুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রাণে নষ্ট করিব, আর সে আমাকে ভয় প্রদর্শণ করাইতেছে যে রোস্তম নামে তাহার সেনাপতি আসিয়া দেও সফেদকে নষ্ট করিয়াছে তাহাতে আমি ভিত নহি, একজন মরিয়াছে কিন্তু তদপেক্ষা বলবান্ দৈত্য আমার আশ্রিত অনেক আছে; দূত এই উত্তর শুনিয়া কাউছ বাদসাহের নিকট আসিয়া কহিল, কউছসাহ এই সকল কথা শুনিয়া প্রধান দিগের কহিলেন আর বিবাদে আবিশ্যক নাই চল ইরানে গমন করি। রোস্তম কহিল পুনরায় আর এক পত্র লেখ আমি দূত হইয়া যাইব ইহা শুনিয়া পুনরায় পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই ॥

ঈশ্বরকে প্রণতি পূর্ব্বক তোমাকে পুনর্ব্বার লিখিতেছি যদি কেহ অজ্ঞান কিম্বা উন্মত্ত হয় তবে তাহাকে হিতোপদেশ দেওয়া জ্ঞানির কর্ম্ম তুমি অবিলম্বে আসিয়া আমার পদানত হও তবে তোমার প্রাণ রক্ষ্যা করিয়া শদেশ তোমাকে প্রসাদ করিব নতুবা তোমার মস্তক ছেদন করিয়া এই দূর্গের উপর টাঙ্গাইব কাউছ বাদসাহের এই পত্র জ্ঞাত হইয়া শিঘ্র এখানে আসিবা ইতি ॥

রোস্তম দূত হইয়া ঐ পত্র লইয়া মাজন্দরানের বাদসাহের নিকটে গমন করিল, যখন নগরের নিকট পেঁছিল রক্ষকরা বাদসাহকে জানাইল যে পুনরায় কাউছের নিকট হইতে এক দূত আসিতেছে সে অতি বলবান্ বোধ হয় বাদসাহ শুনিয়া আপনার সভাস্থ কয়েক জন বলবানকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা অগ্রসর হইয়া তাহাকে আন যখন তাহারা রোস্তমের

নিকট পৌঁছিল রোস্তম তাহার দিগকে দূরে হইতে আসিতে
দেখিয়া বৃহৎ একবৃক্ষ উৎপাটনকরত হস্তে লইয়া যরাইতে ২
চলিল। যখন তাহারা রোস্তমের নিকট উপস্থিত হইল
তখন ফেলিয়া দিল, তাহারা ইহা দেখিয়া পরামর্শ করিল
যে আমার দিগেকে আপন শক্তি দেখাইল আমারাও আপন
শক্তি উহাকে দেখাই, এইস্থির করিয়া মিলিত হইবার সময়
রোস্তমের হস্ত ধরিয়া বল করিল তাহাতে রোস্তম হাস্য ক-
রিয়া তাহার হস্ত পীড়ন করিল তাহাতে সে অচৈতন্য হইয়া
ঘোটক হইতে ভূমে পড়িল এবং তাহার হস্তের অস্থি পর্যন্ত
চুর্ণ হইল, এই কথা একজন গিয়া গিয়া বাদশাহকে জানাইল
তখন কলাহুর নামে একজন অতি পরাক্রমি ছিল তাহাকে
কহিলেন অনুমান হয় রোস্তম আসিতেছে, তুমি গিয়া মিলি
বার সময় তাহার হস্ত ধরিয়া ভাঙ্গিয়া দেও, সে আসিয়া
মিলিবার উপলক্ষ্যে রোস্তমের পাঞ্জা ধরিয়া জোর করিল
তাহা দেখিয়া রোস্তমদৃঢ়রূপে তাহার হস্তধারণ করিল এমন
যে কলাহুরের পাঞ্জা ফাটিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। পরে
কলাহুর বাদশাহের নিকট আসিয়া হস্ত দেখাইয়া কহিল যে
কাউছ বাদশাহের সঙ্গেবিবাদ করা আমারদিগের কর্ত্তব্য নহে
যে হেতু সন্ধিকরাই ভাল, বাদশাহ এই কথা শুনিয়া কলাহুর
প্রতি রাগান্বিত হইলেন, পরে রোস্তমকে নিকটে আনিতে
কহিলেন রোস্তম আসিয়া কাউছের পত্র দিল তাহা শুনিয়া
কহিলেন তুমি বুঝি রোস্তম? রোস্তম কহিল আমি তাহার
সিপাহীর যোগ্য নহি। পরে পত্রের উত্তর লিখিলেন যে আমি
কখন তোমার অধীন হইবনা বরংতুমি দামও স্বিকারকর

তোমার পিতা পিতামহ এ দেশের প্রার্থনা কখন করে নাই তোমার এমন ভ্রম কেন হইয়াছে, আর কাহার পরামর্শে এ দেশে আইলে যাহা হউক তোমাকে সৎ পরামর্শ দিতেছি সিঘ্র আপন দেশে প্রাণ লইয়া প্রস্থান কর নচেৎ অতি শীঘ্র আমার সেনাগন গিয়া তোমার সৈন্য সহিত তোমাকে নষ্ট করিবে এই পত্র রোস্তমকে দিয়া বিদায় করিল। রোস্তম বিদায় হইবারসময় কহিল যে আপনি বিবেচনা না করিয়া রাগান্বিত হইয়া ধন প্রাণে মজিলে কাউছসাহ রোস্তমকে লইয়া যুদ্ধে আইলে তোমার সবংশে নষ্ট করিবেক বাদসাহ এতৎ বাক্য শুনিয়া রাগত হইয়া কহিলেন কাউছকে বল শীঘ্র আসিয়া যুদ্ধ করুক, রোস্তম তথা হইতে আসিয়া কাউছকে সকল কথা কহিয়া সেনাগন সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে গমন করিল, এবং মাজন্দরানের বাদসাহ কথক গুলিন দৈত্য সেনা সঙ্গে লইয়া রণস্থলে আসিয়া জোরানামে একজন প্রধান দৈত্য কাউছের যোদ্ধাকে ডাকিল কাউছ শুনিয়া আপন সেনাপতি দিগেকে যুদ্ধে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। রোস্তম তখন এক শুল হস্তে লইয়া অতি শীঘ্র তাহার নিকট গিয়া তাহার বক্ষে আঘাত করিল তাহাতে সেই দৈত্য ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল তাহা দেখিয়া মাজন্দরানের বাদসাহ আপন সেনা দিগেকে কহিলেন সকলে একত্র হইয়া ঐ যোদ্ধাপতিকে মারহ তখন মাজন্দরানের অনেক সেনা রোস্তমকে বেষ্টন করিল তাহা দেখিয়া কাউছসাহ আপন সেনাপতি ও সেনাগনকে রোস্তমের সহায় নিমিত্ত পাঠাইলেন, উভয় সেনাতে সপ্তাহ দিবারাত্রি অনবরত যুদ্ধ হইল তাহা দেখিয়া কাউছ

সাহ ক্ষিপ্ত হইয়া বিস্তর রোদন করিতেং ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করিলেন। অষ্টাহ প্রাতে রোস্তম রাগত হইয়া মাজন্দরানের বাদসাহের নিকট গিয়া তাহার কোটি দেশে গুসা-ঘাত করত হস্ত হইতে তাহাকে ভূমে ফেলিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল। তাহা দেখিয়া সকল সেনা পলায়ন করিল। তখন কাউছসাহ রোস্তমকে সঙ্গে লইয়া দুর্গমধ্যে গিয়া তক্তে বসিলেন, মাজন্দরানের সকল লোক ভয়ে শরনাগত হইল, পরে রোস্তমের বাঞ্ছামত উলাদকে তথাকার বাদসাহ করিয়া অনেক ধন ও রত্নাদি লইয়া ইরানে আইলেন এই সম্বাদ শুনিয়া অনেক বাদসাহ ভয়েতে সরনাগত হইল। পরে রোস্তমকে অনেক পুরস্কার করিয়া জাবল স্থানে বিদায় করিলেন ॥

কাউছ বাদসাহের হামাওরান দেশে কয়েদ হওনের বিবরণ ॥

কাউছ বাদসাহকে অনেক বাদসাহেরা উপঢৌকন পাঠাইল হামাওরান দেশের বাদসাহ উপঢৌকনাদি কিছু পাঠাইলনা এ নিমিত্ত কাউছসাহ রাগত হইয়া গেও গোদরজ তুছ প্রভৃতি সেনাপতিদিগের স সৈন্য সঙ্গে লইয়া হামওরান দেশের বাদসাহের প্রতি আক্রমন করিয়া নগর বেষ্টন করিলেন, পরে লোক দ্বারা শুনিলেন যে সেই বাদসাহের ছুদাবা নামে পরম সুন্দরী যুবতী এক কন্যা আছে কাউছ ঐ বাদসাহকে কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমার ছুদাবা কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দেও নতুবা যুদ্ধ কর, সে বাদসাহ এই কথা শুনিয়া আপন কন্যাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যদি

আমাকে দিলে এ বিপদ হইতে মুক্ত হও তবে এইক্ষণে আমা কে পাঠাইয়া দেও, ছুদাবার এই বাক্য শুনিয়া কাউছসাহকে কহিয়া পাঠাইলেন যে আমার ছুদাবা কন্যাকে অতি ত্বরায় আপনার নিকটে পাঠাইতেছি। কাউছ শুনিয়া অতি তুষ্ট হইল, পরদিন হামাওরান দেশের বাদসাহ অনেক রত্নালঙ্কার বস্ত্র ও দাস দাসী এবং আপন মন্ত্রিগণকে সঙ্গে দিয়া ছুদাবা কে কাউছসাহের নিকটে পাঠাইলেন। কাউছ ছুদাবাকে পা-ইয়া নিয়ম পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া ঐ বাদসাহের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহার দেশ ছাড়িয়া দিলেন এবং অনেক পুরস্কার করিলেন, তাহার পর ঐ বাদসাহ কাউছসাহকে আপন বাটিতে ভোজ-নার্থে নিমন্ত্রন করিল, ছুদাবা শুনিয়া কহিল আমার পিতা অনেক ছলনাদি করিতে জানে তুমি সেস্থানে গমন করিলে কোনছল ক্রমে তোমাকে বদ্ধ করিবে, অতএব তোমার জাও য়া উচিত নহে, কাউছ তাহা না শুনিয়া কয়েকজন প্রধান সেনা পতিদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ বাদসাহের দুর্গমধ্যে গেলেন, সে সম্বাদ পাইয়া অগ্রে আসিয়া আপন বাটির মধ্যে লইয়া অ-পনতক্তে বসাইয়া দাসেরন্যায় সেবা করিয়া কাউছকে বন্দি ভুত করিয়া কয়েদ করিল, এবং গোদরজ গেও ও তুছ প্রভৃতি কেও স্থানান্তরে ধৃতকরিয়া রাখিল আর২ লোক ইহা শুনিয়া সৈনাসহিত তথা হইতে ইরানে গেল। আফরাছিয়াব কাউছ বাদসাহের হামাওরান দেশে বন্ধন হইয়াছে ইহা শুনিয়া আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া ইরান দেশ গ্রহণ করিল সকলে ভীত হইয়া তাহার অনুগত হইল যাহারা কাউছের অতি বাধ্য ছিল তাহারা পলাইয়া জাবলস্তানে রোস্তমের নিকট গিয়া কাউছসাহের হামাওরান দেশে ধৃত হইবার

বিবরণ ও আফারাছিয়াব আসিয়া ইরান দেশ অধিকার করিয়া লইবার বিবরণ সকল বিস্তারিত করিয়া কহিল ॥

রোস্তম হামাওরান দেশ হইতে কাউছকে মুক্ত করিবার বিবরণ ।

রোস্তম কাউছের কারাবদ্ধ হইবার কথা শুনিয়া হামাওরান দেশের বাদসাহকে লিখিল যদি তুমি আমার পত্র পাইবা মাত্র কাউছ সাহকে মুক্ত কর তবে আমি তুষ্ট হইয়া তোমার ভাল করিব, নতুবা আমি সেখানে গিয়া তোমাকে সেনা সহিত নষ্ট করিয়া রাজ্য সমভূমি করিব, যেমত মাজন্দরান দেশে গিয়া দেওসফেদকে ও মাজন্দরানের বাদসাহকে একা স সৈন্যে নষ্ট করিয়া কাউছসাহকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছি তাহা শুনিয়াছ, তোমার সভার বিজ্ঞ লোকেরদিগকে লইয়া বিবেচনা করিয়া শীঘ্র উত্তর লিখিবা, হামওরানের বাদসাহ এইপত্র শুনিয়া তাহার উত্তর লিখিল যে তুমি এখানে আইলে তোমাকেও কারাগারে বদ্ধ করিব; রোস্তম এই পত্র প্রাপ্তে রাগত হইয়া কথকগুলীন সৈন্য সঙ্গে করিয়া হামাওরান দেশে যাত্রাকরিল হামাওরানদেশের বাদসাহ মেছরদেশের বাদসাহকে ও বরবর দেশের বাদসাহকে এবং নিকটস্থ বাদসাহদিগের স্থানে এই সংবাদ লিখিয়া তাহারদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া যুদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করিল; যখন রোস্তম হামাওরান দেশে পৌহিল তখন ঐ সকল বাদসাহ আপন ২ সেনা সঙ্গে করিয়া রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে আইলে